সৌদিতে বিশ্বের দীর্ঘতম চালকবিহীন ট্রেন চালু

সারে-জমিন

ছ দফা দাবিতে কোচবিহারের জেলাশাসককে ডেপুটেশন

রূপসী বাংলা

ফিলিপাইনের গণতন্ত্রে চিনের নাক গলানো উদ্বেগের

সম্পাদকীয়

নওশাদের রক্তদান শিবিরে রক্ত দিলেন সাড়ে তিন হাজার

সাধারণ

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
৭ জানুয়ারি, ২০২৫
২২ পৌষ ১৪৩১
৫ রজব ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

১৩ মিনিট ও ১৫ বলেই শেষ জিম্বাবুয়ে, সিরিজ আফগানিস্তানের

খেলতে খেলতে

Vol.: 20 ■ Issue: 7 ■ Daily APONZONE ■ 7 January 2025 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

মণিপুরে মুসলিম যুবককে জোর করে শূকরের মাংস খাওয়ানোর অভিযোগ

আপনজন ডেস্ক: সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভাইরাল ভিডিওতে মণিপুরের মেইতি সম্প্রদায়ের সংগঠন আরামবাই টেংগোলের বিরুদ্ধে এক মুসলিম ছেলেকে তার ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে শুকরের মাংস খেতে বাধ্য করার অভিযোগ আনা হয়েছে। জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে গত ৪ জানুয়ারি। সহকর্মীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে আরামবাই টেংগোল হেইনগাং ইউনিট ১৮ বছর বয়সি তম্পকমায়ুম কামাল হাসানের ছেলে তাম্পকমায়ুম আক্তারকে তলব করে বলে অভিযোগ। নির্যাতিতার অভিযোগ, তার ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাকে বেঁধে রাখা হয়, মারধর করা হয় এবং শূকরের মাংস খেতে বাধ্য করা হয়। তিনি আরও বলেন, আরামবাই টেংগোল গ্রুপ মেইতেই সম্প্রদায়ের কাছে মাদক বিক্রি করার অভিযোগ এনেছে মুসলিম সম্প্রাদয়ের বিরুদ্ধে। তিনি আরাম্বাই তেংগোলের নেতা করোঙ্গানবা খুমানের বিরুদ্ধে নখ দিয়ে তার হাতে ক্ষত করার অভিযোগও আনেন। এই ঘটনার কারণ সম্পর্কে তিনি বলে, ইম্ফলের কেইশামপতের কাফি ক্যাফেতে কর্মরত তার সহকর্মী জেনিটা মেয়ের সাথে ভুল বোঝাবুঝির কারণে গ্রুপটি তাকে তলব করেছিল। তিনি জানান,

জেনিটা ও অন্য এক বন্ধুর সঙ্গে একই ক্যাফেতে কাজ করতেন এবং প্রায়শই নৈমিত্তিক কথোপকথন হত। যখন তিনি মজা করে তার অন্য বন্ধুকে ফোনে বলেছিলেন তিনি জেনিটাকে ভালবাসেন, তখন তার কথাগুলি মেয়েটি ভুল বুঝে তার ভাইদের এবং আরামবাই টেংগোল গোষ্ঠীকে অবহিত করে। তখন ওই গোষ্ঠী ওই যুবককে তলব করে। যখন তিনি গ্রুপের হেইনগাং ইউনিটে যান তখন তাকে মেইতেই এবং মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্ক নিষিদ্ধ এ কথা বলা হয়। জেনিতার সাথে তার সম্পর্ক ছিল কিনা সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে মেইতে মহিলার সঙ্গে সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেন আক্তার। তখন তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয় এবং জোর করে শূকরের মাংস খাওয়ানো হয় বলে অভিযোগ। কোয়াকতা জমিয়তে উলামা, অল মেইতেই পাঙ্গাল ইয়ুথ বিষয়টি নিয়ে আরামবাই টেংগোলের নেতৃত্বের সঙ্গে মঙ্গলবার বৈঠকে বসছে। তারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার আর্জি জানান।

মোদি সরকারকে বিঁধে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ

কুম্ভমেলায় কেন্দ্র কোটি কোটি টাকা খরচ করলেও গঙ্গাসাগরে করে না

নকীবউদ্দিন গাজি ও আসিফা লস্কর ● সাগর

আপনজন: গঙ্গাসাগর মেলা পরিদর্শন এবং উদ্বোধন করতে এসে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ প্রকাশ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুদিনের গঙ্গসাগর সফরে এসে সোমবার গঙ্গাসাগর মেলাকে কেন্দ্রের 'সৎ সন্তান' হিসেবে গণ্য করা এবং এটিকে জাতীয় মেলা ঘোষণা না করা বা তীর্থযাত্রীদের জন্য সেতু নির্মাণ না করার অভিযোগ তুলেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বলেন, গঙ্গাসাগর মেলাকে জাতীয় মেলার ঘোষণা করার জন্য বারবার কেন্দ্রের কাছে আমরা আবেদন করেছি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার গঙ্গাসাগর মেলাকে জাতীয় মেলা হিসেবে ঘোষণা করেনি। কুম্ভ মেলার জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু গঙ্গাসাগর মেলার জন্য এক পয়সাও খরচ করে না কেন্দ্র সরকার। গঙ্গাসাগর মেলার সময় পুণ্যার্থীদের যাতায়াত থেকে শুরু করে থাকা খাওয়া সমস্ত রকম ব্যবস্থা করে রাজ্য সরকার। এর পাশাপাশি কপিলমুনি মন্দিরে পুরোহিতদের কাছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবেদন করেন, কপিলমুনি মন্দির প্রাঙ্গণের সামনে নদী বাঁধে ভাঙন রোধ করার জন্য উদ্যোগী হোক

কপিলমুনি মন্দিরের পুরোহিতরা। তার কারণ গঙ্গাসাগরে কপিলমুনি মন্দিরে যে পরিমাণ অর্থ প্রণামী হিসাবে পাওয়া যায় সব অর্থই উত্তরপ্রদেশে নিয়ে যাওয়া হয়। কপিল মুনি আশ্রমে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আগে গঙ্গাসাগরে কিছুই ছিল না। আমরা জায়গাটির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। আমি এখানে মহারাজজির সাথে দেখা করেছি। প্রতি বছর, লক্ষ লক্ষ ভক্ত কপিল মুনি আশ্রমে আসেন এবং দান করেন। তবে সমস্ত অনুদান অযোধ্যায় পাঠানো হয় যেখানে তাদের আরও একটি মন্দির রয়েছে। আমি অনুরোধ করেছি, এবার কপিল মুনি আশ্রমের চারপাশে একটি সিমেন্টের জায়গা তৈরি করতে অনুদানের ২৫ শতাংশ তারা দান করুন, যাতে এটি ডুবে না যায়। রাজ্য সরকারের যেটুকু ক্ষমতা রয়েছে সেটুকু নিয়ে ক্ষমতা দিয়ে নদী ভাঙন রোধ করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। যদি নদী ভাঙন রোধ করার ক্ষেত্রে কপিলমুনি মন্দিরের পক্ষ থেকে সাহায্য পাওয়া যায় তাহলে কংক্রিটের স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করা সম্ভব হবে। এর পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কুম্ভ মেলাতে যাওয়ার জন্য সড়ক ব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে ট্রেনের ব্যবস্থা। কিন্তু গঙ্গাসাগর মেলায় আসার জন্য এক একজন করে পুণ্যার্থীকে নদী পার হয়ে আসতে হয়। গঙ্গাসাগর সেতু নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বারবার জানানো হয়েছে, কিন্তু কেন্দ্র সরকার তাতে কোন আগ্রহ দেখায়নি। যদিও রাজ্য সরকার গঙ্গাসাগর সেতু নির্মাণের জন্য উদ্যোগী হয়েছে। আর কয়েক বছরের মধ্যে গঙ্গাসাগরের সেতু তৈরির কাজ সুসম্পন্ন হবে। গঙ্গাসাগরের সেতু নির্মাণের কাজ সুসম্পন্ন হলে সুন্দরবনবাসীরা যেমন উপকৃত হবে তেমনি উপকৃত হবে গঙ্গাসাগরে আসা পুণ্যার্থীরা।

মমতার আরও অভিযোগ, কেন্দ্র গঙ্গাসাগরের দিকে তাকায়ও না, কুম্ভমেলার জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে। মুখ্যমন্ত্রী আমা প্রকাশ করেন, একদিন গঙ্গাসাগর মেলা জাতীয় মেলা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, রাজ্য সরকার এমন একটি সেতুর জন্য দরপত্র আহ্বান করেছে, যা ভারত সরকারের তৈরি করা উচিত ছিল। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর সরকার মুড়ি গঙ্গা নদীর উপর ৫ কিলোমিটার দীর্ঘ গঙ্গাসাগর সেতু নির্মাণ করবে যাতে মূল ভূখণ্ডকে সাগর দ্বীপের সাথে সংযুক্ত করা যায়, যেখানে বার্ষিক গঙ্গাসাগর মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

তিনি আরও বলেন, চার লেনের সেতুর জন্য একটি বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন প্রস্তুত রয়েছে। রাজ্য নির্মাণের জন্য ১,৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে, ইতিমধ্যে দরপত্র জারি করা হয়েছে এবং চার বছরের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৯ থেকে ১৭ জানুয়ারি গঙ্গাসাগর মেলা এবং মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থিরতা বিবেচনা করে বিভিন্ন সংস্থাকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছেন। ১২ হাজারের বেশি পুলিশ সদস্য, অতিরিক্ত ওয়াচ টাওয়ার, ২ হাজার ২৫০টি সরকারি বাস, ২৫০টি বেসরকারি বাস, ৯টি বার্জ, ৩২টি ভেসেল, ১০০টি লঞ্চ ও ২১টি জেটি থাকবে।

মুসলিম সহপাঠীর নামে ভুয়ো আইডি বানিয়ে মহাকুম্ভ মেলা বোমায় ধ্বংস করার হুমকি

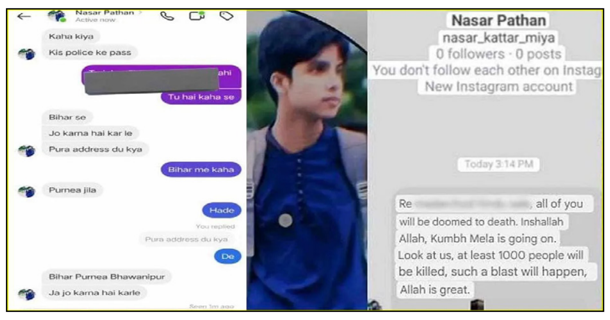

আপনজন ডেস্ক: ১৩ জানুয়ারি থেকে প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ মেলা শুরু। আর সেই গুরুত্বপূর্ণ মেলায় বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয় এক মুসলিম যুবকের নাম করে। পুলিশ ও এটিএস এ নিয়ে তদন্তে নেমে জানতে পারে আসলে এক মুসলিম পড়ুয়ার হিন্দু সহপাঠী মুসলিম পরিচয় দিয়ে এই বোমা হুমকি দিয়েছে। তদন্তকালীন উত্তরপ্রদেশ পুলিশ বাহিনী প্রতিবেশী বিহারের পূর্ণিয়া জেলার ভবানীপুর থানার শাদিগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা জয় কিশোর জয়সওয়ালের পুত্র একাদশ শ্রেণীর ছাত্র আয়ুশ কুমার জয়সওয়ালকে গ্রেফতার করেছে। অভিযুক্ত একাদশ শ্রেণীর ছাত্র আয়ুশ কুমার জয়সওয়াল, জয় কিশোর জয়সওয়ালের ছেলে। সে সোশ্যাল মিডিয়ায় তার মুসলিম সহপাঠী নাসার পাঠানের নামে ভুয়ো প্রোফাইল তৈরি করে। আপত্তিকর পোস্টে মহাকুম্ভে বিস্ফোরণ ঘটানোর হুমকি দেয়। সেই অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়। কুম্ভমেলার এসএসপি রাজেশ দ্বিবেদী জানিয়েছেন, মেলা পুলিশ ও সাইবার সেলের একটি যৌথ দল অভিযুক্তের আইপি অ্যাড্রেস ট্রেস করার সময় ওই নাবালককে গ্রেফতার করে। এসএসপি বলেন, অভিযুক্ত তার সহপাঠীর নামে একটি জাল আইডি অ্যাকাউন্ট তৈরি করে এবং মহাকুম্ভে কমপক্ষে ১০০০ ভক্তকে হত্যার হুমকি দিয়ে একটি অবমাননাকর ও উস্কানিমূলক পোস্ট আপলোড করে। মিডিয়ায় বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পরে, জানা যায় যে অভিযুক্তরা নেপালে পালিয়ে গেছে। তবে সে বিহারে ফিরে আসার পর পুলিশ বিহারের সহযোগীদের সহায়তায় তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ও তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ধারায় মামলা দায়েল করা হয়েছে। এসএসপি আরও জানিয়েছেন, রবিবার ওই ছাত্রকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রয়াগরাজে আনা হয়েছে।

আশ শিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

❑ জগন্নাথপুর ❑ সহরার হাট ❑ ফলতা ❑ দঃ ২৪ পরগণা পিন- ৭৪৩৫০৪

মেয়েদের সুরক্ষা আমাদের কাছে অগ্রগণ্য।
এবং একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল

আর ভিন রাজ্যে নয়!

মেয়েদের নার্সিং স্কুল

এখন

ফলতার সহরারহাটে

২০২৪-২৫ বর্ষে
GNM
কোর্সে
ভর্তি চলছে

❑ অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
❑ আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
❑ ১০০ বেড সমৃদ্ধ নিজস্ব হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
❑ জেলায় প্রথম একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল।
❑ উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ - 2.5 লাখ

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে

যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
www.ashsheefahospital.com

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর), MBBS, MD, Dip Card

প্রথম নজর

উত্তর লক্ষ্মীপুর হাইস্কুলে স্টুডেন্ট উইক সাড়ম্বরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কালিয়াচক

আপনজন: কালিয়াচক ২ ব্লকের ঐতিহ্যবাহী স্কুল উত্তর লক্ষ্মীপুর হাই স্কুলে সারম্বরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে স্টুডেন্ট উইক। এদিকে তেসরা জানুয়ারি স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস এবং এদিকে এই স্কুল চলতে চলতে সুবর্ণ জয়ন্তী থেকে হীরক জয়ন্তীতে পদার্পণ করতে চলেছে। স্বাভাবিকভাবে স্টুডেন্ট উইক এই আবহের মধ্যে নতুন মাত্রা দান করেছে। একগুচ্ছ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত হচ্ছে ছাত্র সপ্তাহ। গান গান নাচ প্রদর্শনী, ফুড ফেস্টিভ্যাল, থেকে রকমারি অনুষ্ঠান নজর কেড়েছে। সোমবার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মাধ্যমিক বাণীব্রত দাস, সংশ্লিষ্ট মোথাবাড়ি নতুনচক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তর লক্ষ্মীপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ এনামুল হক, সহকারী প্রধান শিক্ষক মুকলেসুর রহমান সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে বিভিন্ন অতিথিবর্গ।

টোটো-বাসের সংঘর্ষে আহত দুইজন

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন:টোটো ও বাসের সংঘর্ষে আহত দুইজন। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে পৌঁছায় পুলিশ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থানার অন্তর্গত স্টেট বাস স্ট্যান্ড এলাকার ঘটনা। জানা গিয়েছে, এদিন স্টেট বাস স্ট্যান্ড এলাকায় একটি টোটো কে পেছন থেকে ধাক্কা মারে একটি যাত্রীবাহী বাস। বাসের ধাক্কায় উল্টে যায় টোটো টি। ঘটনায় গুরুতর আহত হয় টোটোর চালকসহ টোটো তে থাকা এক যাত্রী। বিষয়টি নজরে আসতেই তড়িঘড়ি স্থানীয়দের প্রচেষ্টায় আহত দুজনকে বালুরঘাট সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অন্যদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বালুরঘাট থানার পুলিশ। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে।
এ বিষয়ে স্থানীয় এক প্রত্যক্ষদর্শী অরুণ পাল জানান, 'বাসের ধাক্কায় টোটো তে থাকা টোটো চালকসহ এক যাত্রী আহত হয়েছেন। এর মধ্যে টোটো তে থাকা যাত্রী টি গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন। এই এলাকা দিয়ে খুব দ্রুত গতিতে যানবাহন চলাচল করে। আমরা সক্রিয় ট্রাফিক ব্যবস্থার দাবি জানাচ্ছি এই এলাকায়।'

হাত দিয়ে উঠে যাচ্ছে পিচ, রাস্তায় নিম্নমানের সামগ্রী দেওয়ার অভিযোগ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: হাত দিয়েই উঠিয়ে নেওয়া যাচ্ছে পিচ, অভিযোগ নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে হচ্ছে গ্রামের পিচ রাস্তা, ক্ষোভ এলাকার মানুষের, রাস্তার কেন এই পরিস্থিতি তদন্ত করে দেখা হবে জানালেন জেলা সভাধিপতি, অভিযোগ সত্য হলে এজেন্সির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস । বাঁকুড়া জেলার জয়পুর ব্লকের কুচিয়াপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডুমনিশোল গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার রাস্তা সংস্কারের কাজ চলছে বাঁকুড়া জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে। সেখানেই নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করার অভিযোগ উঠছে বরাত পাওয়া সংস্থার বিরুদ্ধে। গ্রামবাসীদের দাবি দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তা বেহাল পরিস্থিতি ছিল। এই রাস্তার ওপর হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করে চার থেকে পাঁচটি গ্রামের মানুষের নিত্যদিনের যাতা। স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী থেকে মুমূর্ষু রোগী প্রত্যেককে নিয়ে যেতে হয় এই রাস্তা দিয়ে। প্রশাসনের তৎপরতায় রাস্তার সংস্কারের কাজ শুরু হয় । বরাত পাওয়া সংস্থা অতি নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তার কাজ করছে কাজ করার একদিনের মধ্যেই হাত দিয়েই রাস্তার পিচ তুলে দেওয়া যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই সংস্থার এই কাজে অখুশি এলাকার মানুষজন। সমগ্র বিষয় খতিয়ে দেখা হবে জানালেন বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি অনুসূয়া রায়। যদি নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরি হচ্ছে প্রমাণিত হয় তবে বরাত পাওয়া এজেন্সির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুনরায় রাস্তা মেরামত করা হয়। সরকারি টাকা নয় ছয় করা যাবে না কেউ যদি নিজেদের লাভের জন্য এ কাজ করে সেটা বরদাস্ত করা হবে না।

নিহত তৃণমূল নেতার বাড়িতে মন্ত্রী চন্দ্রিমা

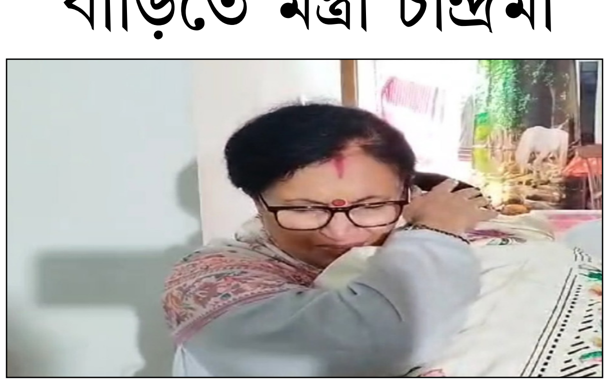

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন:তৃণমূল নেতা বাবলা সরকার খুনের ছয় দিন পেরিয়ে গিয়েছে। পুলিশি তদন্তে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়েছে পাঁচজন দুষ্কৃতী। আরও দুই সন্দেহভাজন দুষ্কৃতীর সন্ধান চেয়ে ইনাম ঘোষণা করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করছে জেলা পুলিশ। এদিকে দফায় বিভিন্ন নেতা, মন্ত্রীরা শোকস্তব্ধ বাবলা সরকারের স্ত্রী'র সঙ্গে দেখা করে আশ্বস্থ করেছেন তদন্তে দোষীদের শাস্তির বিষয়ে। এদিন মালদায় পৌঁছন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। দেখা করেন নিহত তৃণমূল নেতা বাবলা সরকারের স্ত্রী চৈতালি সরকারের সঙ্গে। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজে বিষয়টি দেখছেন। পুলিশ যথেষ্ট তদন্ত করছে। ভাড়া করে কেউ তো নিয়ে এসেছে দুলাল সরকার কে খুন করার জন্য, সেই মাথাটাকে খুঁজতে হবে। চৈতালি চাইলে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যেতেই পারেন, অভিযোগ জানাতেই পারেন। চৈতালির সাথে দিদির আজকের না বহুদিনের পরিচয়। আমার মাধ্যমে যেতে হবে সেটা তো নয়। কি কারণে দুলাল সরকারের নিরাপত্তা রক্ষী সরানো হয়েছিল নিশ্চয়ই আগামী দিনে সেটা পরিষ্কার হবে। এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। দুলাল সরকারকে খুনের পেছনে যে গোষ্ঠিই হোক না কেন, কোন রাজনৈতিক দলই হোক না কেন, ধরা পড়বেই। এতগুলো মানুষের অভিভাবক হিসেবে কাজ করতেন বাবলা ওরফে দুলাল সরকার। তাঁকে যদি এই ভাবে চলে যেতে হয় খুব বেদনাদায়ক ঘটনা। প্রসঙ্গত,২ জানুয়ারি ইংরেজবাজার শহরের ঝলঝলিয়ার কাছে নিজের কারখানার কাছেই খুন হয়েছিলেন তৃণমূলের দাপুটে নেতা দুলাল সরকার। বাইকে করে এসে দুষ্কৃতীরা দুলাল সরকারকে গুলি করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ। পুলিশে তদন্তে পাওয়া সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা গিয়েছে, প্রাণ বাঁচাতে কারখানায় ঢুকে পড়েছিলেন দুলাল সরকার। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। তড়িঘড়ি তাঁকে মালদা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও বাঁচানো যায়নি। এখন দেখার এই খুনের মাস্টারমাইন্ড'কে কতদিনে জালে ফেলতে পারে পুলিশ, সেদিকেই তাকিয়ে জেলার বিভিন্ন মহলের মানুষজন।

বাংলাদেশে বন্দি থাকা ভারতীয় মৎস্যজীবীরা অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন: মুখ্যমন্ত্রী

নকীবউদ্দিন গাজি ও চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সাগর

আপনজন: চলতি বছরের অক্টোবর মাসের শেষে দিকে ৬টি মৎস্যজীবীর ট্রলারে কাকদ্বীপ ও নামখানা এলাকার ৯৫ জন ভারতীয় মৎস্যজীবী গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে বাংলাদেশের জল সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়ার কারণে বাংলাদেশের নৌ বাহিনীর হাতে ধরা পড়া মৎস্যজীবীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও তাদের পরিবারের সাথে মিলিত হতে আজ দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগর ব্লকের গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের গঙ্গাসাগর মেলা সংলগ্ন মাঠে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি দেখতে গিয়ে প্রথমেই তিনি বাংলাদেশ থেকে আসা ৯৫ জন মৎস্যজীবীকে সংবর্ধনা জানান এবং তাদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর পরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেন, বাংলাদেশের জেলে বেশ কয়েকজন ভারতীয় মৎস্যজীবিকে মারধর করা হয়েছে। প্রথমে মৎস্যজীবীরা তা বলতে চাননি। পরে খুঁড়িয়ে হাঁটছেন দেখে প্রশ্ন করেন মমতা। তাতেই মৎস্যজীবীরা জানান, তাঁদের কয়েক জনকে মারধর করা হয়েছিল।এ দিন দেশে ফেরা মৎস্যজীবীদের প্রত্যেকের হাতে ১০ হাজার টাকা ও শাল তুলে দেন তিনি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, এত দিন তাঁরা বাংলাদেশের জেলে ছিলেন। বাড়ি ফিরে তাঁরা যাতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে পারেন, তাই এই আর্থিক সাহায্য।মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, ৯৫ জন মৎস্যজীবী বাংলাদেশের জেলে বন্দি ছিলেন। অনেক চেষ্টা করে তাঁদের ফেরত নিয়ে এসেছি। আমরা নিয়মিত যোগাযোগ রাখতাম।
মুখ্যমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে বলেন, বাংলাদেশের যে সমস্ত মৎস্যজীবীরা আমাদের এখানে আটকে ছিলেন তাদের ওপর কোন ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়নি। কয়েকজন শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাদের ঠিকমত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়েছে। প্রতিনিয়ত তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার দিকে নজর রাখা হয়েছিল। সুস্থভাবেই তাদের বাংলাদেশ সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। শেষে তিনি বলেন, দুমাস মাছ ধরা বন্ধ থাকে। সেই সময়টা মৎস্যজীবীদের কাছে আর্থিক সংকর দেখা যায়। সেই সংকট যাতে না হয় সেজন্য বাংলায় সমুদ্রসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে দু'মাস মৎস্যজীবীদের ৫০০০ টাকা করে অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবার মৎস্য বন্ধু প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২ লাখ মৎস্যজীবী উপকৃত হবে। যে সমস্ত মৎস্যজীবী মারা যাবে তাদের পরিবারকে দু লাখ টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে। মধ্যে ২০০ পরিবার এর থেকে উপকৃত হয়েছে। শেষে তিনি মৎস্যজীবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা দয়া করে নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভেবে ভারতীয় জলসীমা অতিক্রম করবেন না। তাতে আপনি ও আপনার পরিবার বিপদে পড়বে। দয়া করে এটা করবেন না। কয়েক মাস পর বাড়িতে ফিরে আসায় খুশি মৎস্যজীবী পরিবারের লোকজনরা। তারা সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে বলেননি। উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টু রাম পাখিরা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল, সহকারী সভাধিপতি শ্রীমন্ত মালি সহ অন্যান্যরা।

ছ দফা দাবিতে কোচবিহারের জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোচবিহার

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ সোমবার নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদের কোচবিহার জেলা কমিটির আয়োজনে মহা মিছিল ও ডিএম ডেপুটেশন কর্মসূচি সম্পন্ন হয়। কোচবিহার রাসমেলা ময়দানের সার্কাস গ্রাউন্ডে প্রায় দশ হাজারের অধিক নস্যশেখ জনজাতির মানুষ সমবেত হয়ে কোচবিহার শহরের রাজপথ পরিক্রমা করে কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তরে গিয়ে জেলাশাসকের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মোট ছয় দফা দাবিতে স্মারকলিপি পাঠানো হয়। এই ছয় দফা দাবি গুলো হল:, ভূমিপুত্র স্বীকৃতি, ফাঁসিরঘাটে সেতু নির্মাণ, ওয়াকফ সম্পতি রক্ষণাবেক্ষণ, সংখ্যালঘু এলাকায় সরকারি আবাসিক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল স্থাপন, ইমাম মুয়াজ্জিনদের ভাতা বৃদ্ধি, আন এইডেড মাদ্রাসার স্বীকৃতি ও পরিকাঠামো উন্নয়ন। এদিনের ডেপুটেশন কর্মসূচিতে কোচবিহার জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ডেপুটেশন কর্মসূচি ঐতিহাসিক কর্মসূচিতে পরিণত হয়। মিছিলের প্রধান নেতৃত্বে ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ডঃ বজলে রহমান, কেন্দ্রীয় সম্পাদক নাসির উদ্দিন আহমেদ, কোচবিহার জেলা কমিটির সভাপতি কাওসার আলম ব্যাপারী, জেলা সম্পাদক আবেদ আলী, কোষাধ্যক্ষ রিয়াজুল হক, ওলামা পরিষদ সভাপতি একরামুল হক, কোচবিহার সদর ১ নং ব্লক সভাপতি নুর ইসলাম, সম্পাদক আমিনুর ইসলাম সহ বিভিন্ন ব্লক ও অঞ্চল নেতৃত্বগন আজকের এই মহামিল সফল হওয়ার পিছনে কোচবিহার জেলা প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতা কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। এজন্য সংগঠনের তরফে জেলা প্রশাসনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হচ্ছে।

গভীর রাতে ভয়াবহ চুরি বোলপুরে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: জানালার রোড কেটে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটল বীরভূমের শান্তিনিকেতন থানা এলাকায়। রবিবার গভীর রাত্রে বীরভূমের শান্তিনিকেতন থানার আমডহরা গ্রাম, বোলপুর লাভপুর মূল রোডের উপর দোকানে চুরি। আনুমানিক চার লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। পুলিশি নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে প্রকাশ্য মূল সড়কের ওপর দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ফের বাঘের পায়ের ছাপ, বনকর্মীদের জোর তল্লাশি

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: মৈপিঠ কোস্টাল থানার শ্রীকান্ত পল্লী ড্রেনের খাল আর সেখানেই জঙ্গলের মধ্যে তল্লাশি করার সময় বনকর্মীদের নজরে আসে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের হুংকার। জঙ্গল সংলগ্ন গ্রাম মৈপিঠ কোস্টাল থানার শ্রীকান্ত পল্লী এলাকায় আবারো বাঘের পাগমার্ক ও বাঘ দেখতে পেয়ে আতঙ্কিত মৈপিঠ কোস্টাল থানার শ্রীকান্তপল্লী এলাকার মানুষজন। এদিন মৎস্যজীবীরা যখন মাছ ধরতে যাচ্ছিলেন,ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁদের নজরে আসে যে, গ্রামের দিকে থাকা নদী বাঁধ বরাবর বাঘের বেশ কয়েকটি পায়ের ছাপ রয়েছে। মুহূর্তের মধ্য লোকালয়ে বাঘের পায়ের ছাপ দেখার খবর চাউর হতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন গ্রামের মানুষজন। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় স্থানীয় মৈপীঠ উপকূল থানার পুলিশ ও বনদপ্তরের নলগোড়া বিটের বনকর্মীরা।এছাড়া গ্রামবাসীদের নিয়ে সেখানে পৌঁছে যান স্থানীয় মৈপীঠ- বৈকন্ঠপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শঙ্কর দাস। বাঘটির অবস্থান জানতে পায়ের ছাপ অনুসন্ধান করছে বনকর্মীরা। উল্লেখ্য. গতকাল স্থানীয় বাসিন্দাররা কিশোরী মোহনপুর সামন্ত বাজার ও শ্রীকান্ত পল্লী ড্রেনের মুখ সংলগ্ন মাকড়ী নদীতে মাছ কাঁকড়া ধরতে যাবার পথে তারা একটি মৃত ষাঁড় নদী বাঁধের পাশ থেকে দেহটি বাঘ টানতে টানতে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যেতে দেখে। স্থানীয়দের মুখে এমনই খবর চাউর হতে এলাকায় মানুষজন জড়ো হতে থাকে। সোমবার সকালে খবর পৌঁছায় মৈপিঠ কোস্টাল থানায়, খবর জায় স্থানীয় নলগোঁড়া বিট অফিসে। খবর পৌঁছানোর সাথে সাথে বনদপ্তরে একাধিক কর্মীরা এসে এলাকায় ফেনসিং নেট দিয়ে এলাকা ঘেরার ব্যবস্থা করেন। মৈপিঠ কোস্টাল থানার ওসি শান্তনু বিশ্বাস তার সহকর্মীদের এলাকায় মোতায়েন করেন।

ভর্তি ফি বেশি নেওয়ার প্রতিবাদে স্কুল গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: স্কুলে ভর্তি ফি বেশি নেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখায় স্কুলের পড়ুয়ারা। পড়ুয়াদের দাবি অন্য স্কুলের ভর্তি ফি কম থাকলেও আমাদের স্কুলের ভর্তি ফি চার শো নেওয়া হচ্ছে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ুয়াদের। তারই প্রতিবাদ করায় স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান ছাত্রছাত্রীদের মারধর করেন বলে অভিযোগ। ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার দুপুরে খয়রামারী উচ্চ বিদ্যালয়ে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখায় ছাত্রছাত্রীরা। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছালে পুলিশের গাড়ি ভাংচুর করে উত্তেজিত ছাত্রছাত্রীরা। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা।
সোমবার দুপুর নাগাদ স্থানীয় বিডিও এবং সাগরপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক স্কুলে পৌঁছে বিক্ষোভরত ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আলোচনা শুরু করেন। দীর্ঘ আলোচনার পর সমাধানের রাস্তা বেরনোর পর ছাত্র-ছাত্রীরা আন্দোলন সাময়িক প্রত্যাহার করে নেয়। সন্ধ্যায় ঘটনার পর স্থানীয় প্রধান মিঠুন বিশ্বাসের অফিসে ভিড় করেন স্কুলের পড়ুয়ারা ও অভিভাবকরা। তারা এসে জানান এলাকার কিছু লোক ভুল বুঝিয়ে আমাদের দিয়ে মিথ্যা অভিযোগ করানো হয়েছে, আমরা ভুল করেছি। তাই প্রধানের কাছে এসে ক্ষমা চাইছি। যদিও স্কুলের এক শিক্ষিকা জানান যে স্কুলের ভর্তি বিষয় নিয়ে সমস্যা হওয়ায় স্থানীয় প্রধানকে স্কুলে ডাকা হয় তার পরে সমস্যার শুরু হলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায় এবং ভর্তি শুরু হয়ে যায়।
স্থানীয় প্রধান মিঠুন বিশ্বাস বলেন, আমি স্কুলে গিয়েছিলাম কিন্তু কোনো ছাত্র কে মারধর করিনি, স্কুলের ভিতরে বেশ কিছু বহিরাগত ছিল সেই জন্য তাদের স্কুল থেকে বের করে দিয়েছিলাম। তার পরে বাম কংগ্রেসের উস্কানিতে পড়ুয়ারা গেটে তালা ঝুলিয়ে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। আমার কাছে সন্ধ্যা এসে তাদের ভুল স্বীকার করেছে। পরবর্তী সময় অভিভাবকদের নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে ফি ঠিক করা হবে।

আবাস উপভোক্তাদেরকে ফুল, মিষ্টি দিয়ে শুভেচ্ছা তৃণমূল নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনটি উৎসবের আকার নিয়েছিল তৃণমূল অনুগামীদের কাছে। এদিন রাজ্যের প্রায় সমস্ত তৃণমূল নেতৃত্ব,কর্মীরা নেত্রীর জন্মদিন পালনে শামিল হন। কেউ কেক কেটে, কেউ সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করে। তবে এ দিন অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করেন হাড়োয়া বিধানসভার তৃণমূল নেতা ও দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আব্দুল হাই।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে হাই এ দিন বারাসাত-২ ব্লকের পাকদহ এলাকার বাংলার বাড়ি প্রকল্পের উপভোক্তাদের মিষ্টি, ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। কর্মসূচি থেকে আব্দুল হাই বলেন, 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনার পরেও রাজনৈতিক দল, রং না দেখেই রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃত প্রাপকদের বাংলার বাড়ি প্রকল্পের আওতায় বাড়ি দিয়েছেন, আমরা গর্বিত। আজ তাই তাঁর জন্মদিনে উপভোক্তাদের শুভেচ্ছা জানালাম, ইতিমধ্যেই প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়া উপভোক্তাদের বাড়িতে গিয়ে কথা বললাম, সমস্যা হলে আমাদেরকে জানানোর অনুরোধ করলাম।' বাংলার বাড়ি প্রকল্পের প্রথম কিস্তির টাকা পেয়ে বাড়ি তৈরির পথে স্থানীয় বাসিন্দা সাহানারা বিবি, নাজমুল আমল, আব্দুল জলিল, মনোআরা বেগমরা আব্দুল হাই এর তরফে ফুল, মিষ্টি, শুভেচ্ছা পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে ধন্যবাদ জানান।

মানসিক ভারসাম্যহীন দুই ভাইয়ের মিলছে না প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট

সাদ্দাম হোসেন ● ফালাকাটা

আপনজন: দুই ভাইয়ের গলার স্বর একদম ইকো সাউন্ড।
আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা ব্লকের ধনীরামপুর ১ নং অঞ্চলের ফকিরপাড়া এলাকার দুই ভাই মোস্তাফা হোসেন এবং মোস্তাকিন হোসেন ছোটবেলা থেকেই মানসিক ভারসাম্যহীন থাকায় প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে পরিবারকে। না পড়াশোনা করতে পারে, না খেলাধুলা করে শুধু গোটা দিনই ঘুরে বেড়ায় এবং খিদে পেলেই চলে আসে বাড়িতে, বয়স হতে চলেছে ২১ বছর তবে মানসিকভাবে ঠিক না থাকায় এরকমই রয়েছেন দুজনকেই বেশ কয়েকবার ডাক্তার দেখানো হয়েছিল তবে ছোটবেলা থেকে এই ধরনের থাকায় ডাক্তার বলে দিয়েছে এভাবেই তারা থেকে যাবে তাই পরিবার আর তেমনভাবে চিকিৎসা করায় নি । বাবা দিনমজুরি করে মা গৃহবধূ কোনমতে সংসার চালিয়ে চলে যাচ্ছেন।
তবে দুই ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত বাবা এই দুই ছেলেরই কোন সরকারি পরিষেবা পাওয়া যায়নি বলে জানান তিনি। কোনভাবেই যদি তাদের প্রতিবন্ধী শংসাপত্র পাওয়া যেত তাহলে হয়তো ভবিষ্যতে কিছুটা হলেও চলতে পারতো। তবে বহুবার তাদের এই প্রতিবন্ধী শংসাপত্র নিয়ে আবেদন করা হয়ে থাকলেও কোনো সুরাহা পাওয়া যায়নি তাই তারা আশা করছেন ভবিষ্যতে যাতে এই দুই ছেলের প্রতিবন্ধী শংসাপত্র হয়ে যায় এবং সরকার তাদের মুখ তুলে দেখে।

সর্বেশ্বর হাইস্কুলের ৭৭ বর্ষ পূর্তি উৎসব

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● রাজারহাট

আপনজন: ৭৭ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করল উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার রাজারহাটের চাঁদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগু সপ্তগ্রাম সর্বেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়। শনিবার সকাল ১১ টা থেকে সন্ধ্যা ৫ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠানে চলে। বক্তব্য, কবিতা, নাটক, গানে, নাচে ডালি সাজানো অনুষ্ঠান টি আয়োজিত হয় বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ আলোক মালায় সাজানো হয় বিদ্যালয়কে। অতিথি বরণের পাশাপাশি এদিন বিদ্যালয়ের পরীক্ষা ও পর্ষদের পরীক্ষায় স্থানাধীকারি শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাজারহাট নিউটাউনের বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জি, জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ জাহানারা বিবি, রাজারহাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর কর, কর্মাধ্যক্ষ মালেকো জাদি, রাজারহাটের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক গোলাম গৌসুল আজম, বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জি, রাজারহাট থানার আইসি সৈয়দ রেজাউল কবির, চাঁদপুর অঞ্চলের প্রধান মাধবী রায়, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুব্রত দাস প্রমুখ।

প্রথম নজর

পদত্যাগ করছেন জাস্টিন ট্রুডো

আপনজন ডেস্ক: দীর্ঘদিন ধরেই দেশের রাজনীতির মাঠে ভালো সময় কাটছে না কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর। বিরোধীরা তো বটেই, দলের মধ্যে থেকেই উঠছে তার পদত্যাগের দাবি। এমন অবস্থায় শোনা যাচ্ছে- পদত্যাগ করতে চলেছেন কানাডার এই প্রধানমন্ত্রী। সোমবারের মধ্যেই এমন ঘোষণাও আসতে পারে। বেশকিছু সূত্রের বরাত দিয়ে কানাডার সংবাদমাধ্যম গ্লোব অ্যান্ড মেইলের রিপোর্টে এই তথ্য সামনে আনা হয়েছে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে বার্তাসংস্থা রয়টার্স। সূত্রগুলো গ্লোব অ্যান্ড মেইলকে বলেছে, তারা নিশ্চিতভাবে জানেন না যে- ট্রুডো কখন তার চলে যাওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করবেন। তবে তারা আশা করেন, বুধবার অনুষ্ঠিতব্য প্রধান একটি জাতীয় ককাস বৈঠকের আগেই পদত্যাগের ঘোষণা দেবেন তিনি। গ্লোব অ্যান্ড মেইলের রিপোর্টে আরো বলা হয়, ট্রুডো এখনই তার পদ ছেড়ে চলে যাবেন নাকি নতুন নেতা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে থাকবেন তা এখনো স্পষ্ট নয়। ট্রুডো ২০১৩ সালে লিবারেল পার্টির নেতা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই সময় কানাডিয়ান এই দলটি গভীর সমস্যায় পড়েছিল এবং প্রথমবারের মতো হাউস অব কমন্সে তৃতীয় স্থানে নেমে গিয়েছিল। কানাডার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে অবশ্য এই বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। বার্তাসংস্থা রয়টার্স বলছে, ট্রুডোর সম্ভাব্য এই পদত্যাগের খবর এমন সময়ে সামনে এলো, যখন জরিপগুলোতেও দেখা যাচ্ছে যে- চলতি বছরের অক্টোবরের শেষের দিকে অনুষ্ঠিত হতে হওয়া নির্বাচনে লিবারেলরা রক্ষণশীলদের কাছে খারাপভাবে হেরে যাবে। অবশ্য ট্রুডোর পদত্যাগের ফলে নতুন সরকার গঠনের জন্য দ্রুত নির্বাচনের আহ্বান জানানোরও সম্ভাবনা রয়েছে।

এইচএমপিভি এবার মালয়েশিয়ায়, দ্রুত বিস্তারের শঙ্কা!

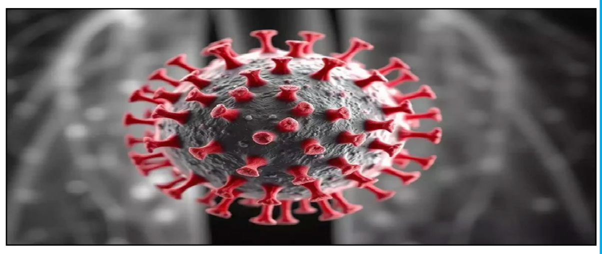

আপনজন ডেস্ক: চীনের পর মালয়েশিয়াতেও হিউম্যান মেটানিউমোভাইরাস (এইচএমপিভি) ভাইরাসের সংক্রমণ দেখা দিয়েছে। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে সচেতনতা অবলম্বনের পরামর্শ দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম দ্য ইকোনোমিক টাইমস।
প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে জনসাধারণকে মাস্ক ব্যবহার এবং বারবার সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
২০২০ সালের করোনা মহামারির পর নতুন এই ভাইরাসের সংক্রমণে হাসপাতালগুলোতে রোগীদের ভিড় বাড়ছে। বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে এই ভাইরাসের প্রভাব বেশি দেখা যাচ্ছে। সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়লে তা আরও বড় সংকট তৈরি করতে পারে বলে আশঙ্কা স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের।

এইচএমপিভি কী এবং কেন এটি উদ্বেগ সৃষ্টি করছে?

২০০১ সালে প্রথম এই ভাইরাস সনাক্ত করা হয়। সিডিসির তথ্যানুসারে, এটি একটি শ্বাসযন্ত্রের ভাইরাস, যা ওপরের এবং নীচের শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ ঘটায়। এটি সব বয়সের ব্যক্তিদের প্রভাবিত করে। তবে শিশু, বয়স্ক এবং যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, তাদের জন্য ভাইরাসটি সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ।

এইচএমপিভির উপসর্গগুলো কী?
এইচএমপিভির উপসর্গগুলো ফ্লু এবং অন্যান্য শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণের মতোই। সাধারণ উপসর্গের মধ্যে রয়েছে কাশি, জ্বর, নাক বন্ধ হওয়া এবং শ্বাসকষ্ট। গুরুতর ক্ষেত্রে, ভাইরাস ব্রঙ্কাইটিস বা নিউমোনিয়ার মতো জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।
এইচএমপিভির ইনকিউবেশন পিরিয়ড বা উন্মেষপর্ব সাধারণত তিন থেকে ছয় দিনের মধ্যে হয়। তবে সংক্রমণের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে লক্ষণগুলো বিভিন্ন সময়কালের জন্য স্থায়ী হয়।

কীভাবে ছড়ায়?

এইচএমপিভি অন্যান্য শ্বাসযন্ত্রের ভাইরাসের মতোই ছড়ায়। এর মধ্যে রয়েছে-

১. কাশি এবং হাঁচি থেকে নিঃসরণ।
২. হাত মেলানো বা স্পর্শ করা।
৩. সংক্রমিত স্থান স্পর্শ করা এবং তারপর মুখ, নাক বা চোখ হাত দিয়ে স্পর্শ করা।

সৌদিতে বিশ্বের দীর্ঘতম চালকবিহীন ট্রেন চালু

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের দীর্ঘতম চালকবিহীন ট্রেন ‘রিয়াদ মেট্রো’ চালু করেছে সৌদি আরব। রোববার (৫ জানুয়ারি) ভোর ৬টা থেকে ট্রেনটি পুরোপুরি চালু হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির রয়্যাল কমিশন ফর রিয়াদ সিটি (আরসিআরসি)। ট্রেনটি রাজধানী রিয়াদ ও তার আশপাশের অঞ্চলে চলাচলের জন্য তৈরি করা হয়েছে। পুরো অঞ্চলটি এক নেটওয়ার্কের অধীনে আনার জন্য ছয় ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক ভাগের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে একটি করে লাইন। লাইনগুলোরও আলাদা নাম দেয়া হয়েছে- ব্লু লাইন, ইয়েলো লাইন, পার্পল লাইন, রেড লাইন, গ্রিন লাইন এবং অরেঞ্জ লাইন।
এসব লাইনের মধ্যে ব্লু, ইয়েলো এবং পার্পল লাইনে পরীক্ষামূলকভাবে ট্রেন চলাচল শুরু করেছিল রিয়াদ মেট্রো। পরে ১৫ ডিসেম্বরে রেড এবং গ্রিন লাইনেও পরীক্ষামূলকভাবে চলাচল শুরু হয়।
রয়েল কমিশনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গতকাল ৫ জানুয়ারি থেকে অরেঞ্জ লাইনসহ অন্যান্য লাইনে পুরোদমে চলা শুরু করেছে মেট্রোটি।

ট্রাম্পের মিত্র মাস্ককে নিয়ে বহু দেশে উদ্বেগ

আপনজন ডেস্ক: এক সপ্তাহ পর আবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিছু দেশ বেশ উৎকণ্ঠা নিয়েই ২০ জানুয়ারির অপেক্ষায়। জার্মানি, ব্রিটেন, নরওয়ে অবশ্য তার আগে থেকেই উদ্বিগ্ন ট্রাম্পের এক ঘনিষ্ঠ মিত্রকে নিয়ে। ট্রাম্পের কোন মিত্রের কথা বলা হচ্ছে, তা হয়তো অনেকেই বুঝতে পেরেছেন।

হ্যাঁ, ইলন মাস্ক

ডেয়ার শপিগেলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রবার্ট হাবেক বলেছেন, ‘মাস্ক, আমাদের গণতন্ত্র থেকে আপনার হাত সরিয়ে রাখুন।’
জার্মানির অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অনধিকার চর্চা করায় ইলন মাস্কের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে এমন মন্তব্য করেছেন তিনি। জার্মান ভাইস চ্যান্সেলর ও অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রী হাবেকের এ মন্তব্য অবশ্য টেসলার প্রতিষ্ঠাতা মাস্ককে নিবৃত্ত করতে পারেনি। ফেব্রুয়ারিতে জার্মানিতে আগাম সংসদ নির্বাচন। তার আগে উগ্র ডানপন্থী দল অল্টারনেটিভ ফর জার্মানির (এএফডি) প্রতি মাস্কের সমর্থন প্রকাশ জার্মানির চ্যান্সেলর ও সামাজিক গণতন্ত্রী (এসপিডি) দলের প্রধান ওলাফ শোলৎজকেও অস্বস্তিতে ফেলেছে। তবে নির্বাচনের আগে ধনকুবের মাস্কের জার্মান রাজনীতিতে নাক গলানোর বিষয়টিকে কার্যত বেশি আমলে নেননি শোলৎজ। জার্মানির ম্যাগাজিন স্টার্নকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ‘এ তো নতুন কিছু নয়। ধনী মিডিয়া উদ্যোক্তারা সামাজিক গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রশংসা কখনোই করে না এবং তাদের এমন মতামত প্রকাশ কখনো থামায়ও না।’
তবে শোলৎজ মনে করেন, এএফডির মতো দলের প্রতি মাস্কের সমর্থন ব্যক্ত করার বিষয়টি খুব উদ্বেগজনক। স্টার্নকে তিনি বলেন, ‘মাস্ক যে এএফডির মতো দলকে সমর্থন করছেন, এটা আমার কাছে খুবই উদ্বেগজনক মনে হয়। আসলে এএফডি তো সেই চরম ডানপন্থী দল, যারা পুতিনের রাশিয়ার সঙ্গে সুসম্পর্কের কথা বলে এবং ট্রান্স আটলান্টিক সম্পর্ক দুর্বল করতে চায়।’ জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শোলৎজ বলেছেন, এএফডি এমন একটি দল যারা পুতিনের রাশিয়ার সঙ্গে সুসম্পর্কের পক্ষে এবং ট্রান্স-আটলান্টিক সম্পর্ক দুর্বল করতে চায়। মাস্কের সমর্থন উদ্বেগজনক। গত জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের আগে ইলন মাস্ক ডানপন্থি রিফর্ম ইউকে দলের প্রতি তার সমর্থন প্রকাশ করেছিলেন। তিনি দলটির নেতা নাইজেল ফারাজের সঙ্গে প্রকাশ্যে দেখা করায় যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। তবে মাস্ক সম্প্রতি রিফর্ম ইউকের নেতৃত্ব পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়ে সামাজিক মাধ্যমে মন্তব্য করেছেন, যা ফারাজকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছে। মাস্ক নরওয়ের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছেন জানিয়ে এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী ইয়োনাস গার স্তোরে। নরওয়ের জাতীয় সংবাদমাধ্যম এনআরকে’কে তিনি বলেন, সামাজিক মাধ্যমের সঙ্গে ব্যাপকভাবে যুক্ত এবং অর্থনৈতিক সম্পদে এতটা সমৃদ্ধ একজন মানুষের অন্য দেশের রাজনীতিতে এভাবে সরাসরি সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টি খুব উদ্বেগজনক। গণতন্ত্রে এবং মিত্রদের মধ্যে এমন হওয়া উচিত নয়। কিন্তু মাস্ক এমন চালিয়ে গেলে কী করা যাবে? কীভাবে দেশের রাজনীতিকে তার প্রভাবমুক্ত রাখা যাবে? নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী মনে করেন, কেবল একটি উপায়েই তা সম্ভব। আর তা হলো- প্রত্যেক দেশের রাজনীতিবিদদের সম্মিলিতভাবে ইলন মাস্কের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ানো।

প্রচণ্ড গরমে নাজেহাল দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়া। তাপপ্রবাহের জেরে বাড়ছে ভিক্টোরিয়া প্রদেশে দাবানলের আশঙ্কাও। ২০১৯-২০ সালের ‘ব্ল্যাক সামার’-এর মতো পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে, তাই দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার নানা জায়গায় প্রকাশ্যে আগুন জ্বালানোয় নিষেধাজ্ঞাও জারি করছে প্রশাসন।

কাতারে সিরিয়ার নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী, চান নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

আপনজন ডেস্ক: কাতারে আনুষ্ঠানিক সফরে গেছেন সিরিয়ার নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদ হাসান আল-শাইবানি। রোববারই দেশটিতে পৌঁছেছেন তিনি। এরই মধ্যে তার বৈঠক হয়েছে কাতারের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। বৈঠকের পর কাতারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সিরিয়ার নতুন প্রশাসনকে তারা স্বাগত জানাচ্ছে। সিরিয়ার মন্ত্রীরা এরই মধ্যে তাদের ওপর থেকে আমেরিকার একাধিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছেন। সিরিয়াও বিষয়টি স্বীকার করেছে। সিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, আসাদ সরকারের আমলে আমেরিকা সিরিয়ার ওপর যে নিষেধাজ্ঞাগুলো চাপিয়েছিল, তা যেন এবার তুল নেয়া হয়। কাতার যেন এ বিষয়ে মধ্যস্থতা করে। এছাড়া কাতারের সঙ্গে সিরিয়া ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করতে চায় এবং পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য দুদেশের বন্ধুত্বপূর্ণসম্পর্ক প্রত্যাশা করছেন বলেও জানান তিনি।
মাত্র দুই সপ্তাহ আগে সিরিয়ায় ক্ষমতা দখল দখল করেছে ইসলামিক বিদ্রোহী দল এইচটিএস। দীর্ঘ দিনের বাশার আল আসাদ সরকারের পতন হয়েছে। আসাদের সঙ্গে রাশিয়া এবং ইরানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ক্ষমতায় এসেই যেভাবে কাতারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরির কথা বলল সিরিয়ার বর্তমান শাসক, তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। উল্লেখ্য, গৃহযুদ্ধের ফলে ৯০ শতাংশ সিরিয়ার মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে গেছেন। তাদের কোনো আয় নেই। অনেকের বাড়ি যুদ্ধে ধসে গেছে। সিরিয়ার অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, সরকারি কাজের ক্ষেত্রে সবার বেতন ৪০০ শতাংশ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞেরা মনে করছেন, আসাদের আমলে বিশ্ব রাজনীতিতে সিরিয়ার যে কূটনৈতিক অবস্থান ছিল, এবার তা ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে আমেরিকার দিকে যাবে। কাতারে গিয়ে সিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। দেশটি সরাসরি আমেরিকা এবং পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে। এর ফলে তারা যে বিদেশি সাহায্য আরো বাড়াতে পারবে, সে কথাও প্রায় খোলাখুলি বলেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

সিরিয়ার ওপর বিধিনিষেধ শিথিলের সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রের

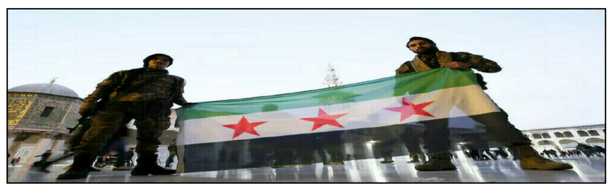

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না করে মানবিক সহায়তা বৃদ্ধির জন্য কিছু বিধিনিষেধ শিথিল করতে একটি ঘোষণা দেওয়ার পরিকল্পনা করছে বাইডেন প্রশাসন। ফলে অন্যান্য দেশের সঙ্গে দামেস্কের নতুন সরকারের অন্যান্য খাতে সহায়তার জন্য আপাতত বাঁধা কমছে না। সোমবার (৬ জানুয়ারি) মার্কিন কর্মকর্তারা বলেছেন, বাইডেন প্রশাসনের সীমিত পরিসরের সিদ্ধান্তের ফলে সিরিয়ায় ত্রাণ সরবরাহকারী দল ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিদ্যুৎ, পানি ও অন্যান্য অপরিহার্য দ্রব্য ও সেবা দিতে কিছু শিথিলতা প্রদর্শনের অনুমতি পেয়েছে মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয়। সিরিয়ার নতুন নেতৃত্বের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র বাড়তি সতর্কতা ধরে রাখতে চাইছে বলে ধারণা করছেন বিশ্লেষকরা। সেজন্যই আসাদ সরকারের পতনের পরও পূর্বে আরোপিত ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে সময়ক্ষেপণ করা হচ্ছে।
সিরিয়ায় বাশার আল-আসাদের উৎখাতে নেতৃত্বদানকারী প্রধান গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শামসের (এইচটিএস) নেতা আহমেদ আল-শারা দেশটির ওপর থেকে সমস্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য পশ্চিমা বিশ্বের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন। আল-কায়েদার সাবেক সহযোগী এই দলটিকে এখনও সন্ত্রাসী তালিকায় রেখেছে মার্কিন প্রশাসন। তবে আল-শারার গ্রেফতার বা গ্রেফতারে সহায়তার জন্য ঘোষিত এক কোটি মার্কিন ডলারের পুরস্কার ইতোমধ্যে তুলে নিয়েছে তারা। কর্মকর্তারা বলেছেন, এই শিথিলতার মেয়াদ থাকবে ছয়মাস। এর ফলে প্রতি কেইসে আলাদাভাবে অনুমোদন চাওয়ার ঝামেলা থেকে আপাতত মুক্ত হলেন সরবরাহকারীরা। তবে শর্ত থাকে যে, সিরীয় কর্তৃপক্ষ এই সুবিধার অপব্যবহার করবে না।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কৃষকদের বিক্ষোভে স্থবির ফ্রান্স, নেপথ্যে কী?

আপনজন ডেস্ক: ফ্রান্সের দ্বিতীয় বৃহত্তম কৃষক ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন রুরালস প্যারিসের কাছে সোমবার বিক্ষোভ শুরু করেছে। এ সময় তারা মেরকোসুর বাণিজ্য চুক্তির বিরোধিতা করছে এবং তাদের উৎপাদনের জন্য ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দাবি করছে। যদিও এদিন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বাধার কারণে তাদের রাজধানী প্যারিস ও লিওঁ-এ প্রবেশের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তবে তাদের সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভের ফলে দেশটির সড়ক যোগাযোগে ব্যাপক বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে বলে জানিয়েছে গণমাধ্যম লা প্যারিসিয়েন। কৃষকরা রোববার থেকেই ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ট্রাক্টর বহর নিয়ে প্যারিসে সমবেত হওয়ার চেষ্টা করছে। তবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বাধার মুখে সোমবার সকাল পর্যন্ত কোনো বহরই রাজধানীতে পৌঁছাতে পারেনি। এ বিষয়ে কৃষক ইউনিয়নের মুখপাত্র প্যাট্রিক লেগ্রাস বলেছেন, ‘আমরা গতকালের মতো এখনো একই স্থানে আটকে আছি’। র‌্যামবুইয়ে, ওরভ্যু, মিউক্স এবং প্যারিসের পূর্বের RN4 মহাসড়কসহ বিভিন্ন স্থানে ট্রাক্টর বহর দেখা গেছে। পুলিশ ব্যারিকেডের কারণে সেখানে ব্যক্তিগত যানবাহনও দীর্ঘ জ্যামে পড়েছে। বুরগুন্দি-ফ্রাঞ্চ-কমটে থেকে ১৫টি ট্রাক্টরের একটি বহর রাতভর চালিয়ে পুলিশের নজর এড়ানোর চেষ্টা করেছে। তবে তারা ফন্তেনাই-ত্রেজিনির কাছাকাছি D1004 মহাসড়কে আটকা পড়ে। সেখানে যানগুলোকে ধীরগতি করে দেওয়া ‘অপারেশন এসকারগো’র কারণে সোমবার সকালে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। কৃষক ইউনিয়ন মূলত প্যারিসে বিক্ষোভ করার জন্য একটি নির্ধারিত জায়গা চেয়েছিল। সেইসঙ্গে তারা প্রধানমন্ত্রী ফ্রাঁসোয়া বাইরুর সঙ্গেও কথা বলতে চেয়েছিল। তবে তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কো-অর্ডিনেশন রুরালসের মহাসচিব ক্রিশ্চিয়ান কনভারস জানিয়েছেন, তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রুনো রেটাইয়ো এবং প্রধানমন্ত্রী ফ্রাঁসোয়া বাইরুর দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। কিন্তু তারা কৃষকদের অনুরোধে সাড়া দেয়নি। যে কারণে এই বিক্ষোভ, সেটি হলো ইইউ ও মেরকোসুরের মধ্যে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি। যে চুক্তির আলোচনা ২০০০ সালে শুরু হলেও তা বিভিন্ন পর্যায়ে থেমে গিয়েছিল। এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে উচ্চ শুল্ক কমানোর পাশাপাশি মেরকোসুর দেশগুলো সহজেই মাংস, মুরগি এবং চিনি ইইউতে রপ্তানি করতে পারবে। তবে এই চুক্তি এখনো স্বাক্ষরিত বা অনুমোদিত হয়নি।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৩মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.১৩মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫৩	৬.১৮
যোহর	১১.৪৮	
আসর	৩.৩১	
মাগরিব	৫.১৩	
এশা	৬.২৭	
তাহাজ্জুদ	১১.০৩	

নিউজিল্যান্ডের নতুন ভিসানীতি

আপনজন ডেস্ক: শ্রমবাজারে চলমান কর্মী সংকটের মধ্যে ভিসা এবং কর্মী নিয়োগে পরিবর্তন এনেছে নিউজিল্যান্ড। মূলত নিয়োগদাতা ও শ্রমিকদের মাঝে কাজের অভিজ্ঞতার ভারসাম্য বজায় রাখতে এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। শ্রমিক সংকট কাটাতে নিউজিল্যান্ড সরকার অভিবাসী শ্রমিকদের কাজের অভিজ্ঞতা তিন বছর থেকে কমিয়ে দুই বছর করেছে। এতে করে শ্রমিকরা যেন সহজেই কাজ খুঁজে নিতে পারে, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নতুন নিয়মের ফলে দেশটিতে কাজের সন্ধান করা ভারতীয়দের জন্য বড় সুযোগ বয়ে আনবে।

আরসা ঘাটি দখলে নিল আরাকান আর্মি

আপনজন ডেস্ক: আরাকান আর্মি বাংলাদেশ-মিয়ানমারের উত্তর সীমান্তে আরসা ঘাটিতে আক্রমণ চালিয়ে দখলে নিয়েছে। সূত্রের মতে জানা গেছে আরাকান আর্মি রাখাইনের পশ্চিম সীমান্তে মংডু টাউনশিপের বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে পিলার নং ৪৫ ও ৪৬ ওয়েলা তাউং রোড সেক্টর ২ এলাকায় আক্রমণ চালিয়ে লুকিয়ে থাকা আরসাদের বিতাড়িত করে। মংডু টাউনশিপের উত্তরে খাওং পে-এর এক বাসিন্দা নারিনজারা নিউজকে বলেন, আরসার ঘাটি আক্রমণের সময় আরাকান ও বিদ্রোহী আরসার মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ বাঁধে । জানা যায়, গত ২ জানুয়ারী, আরাকান আর্মি ওয়াইলা টাং রোডে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে পিলার নং ৪৫ এবং ৪৬-এ লুকিয়ে থাকা আরসা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। এরপর দুই বিদ্রোহী বাহিনীদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তবে সংঘাত পরবর্তী পরিস্থিতি জানা যায়নি।
স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, গত ৮ ডিসেম্বর মংডুর নাসাকা দখল করে আরাকান আর্মির উপকূলরক্ষী বাহিনী এলাকায় সন্ত্রাসী বাহিনী আরসার উপর হামলা চালিয়ে সেখান থেকে তাদের উৎখাত করে। এ ঘটনার পর আরএসও এক ভিডিও বার্তায় বলে, আমরা ‘রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও)’র বিশেষ বাহিনী যারা প্রতিটি অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল, আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে করছে এবং জান্তা ও বৌদ্ধদের দ্বারা স্বীকৃত নয়।

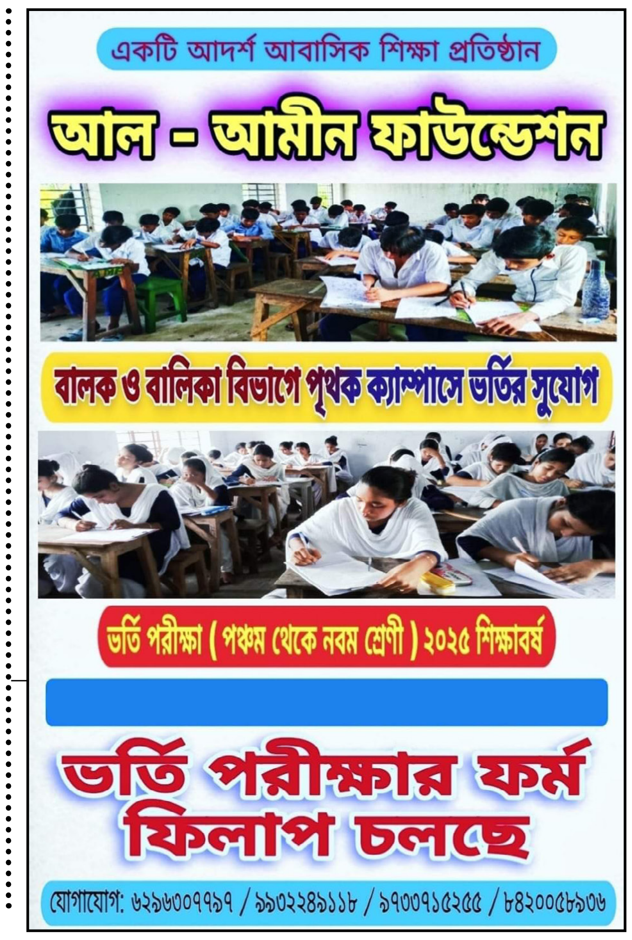

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, ২২ পৌষ ১৪৩১, ৫ রজব ১৪৪৬ হিজরি

যুদ্ধ-শৃঙ্খল

শরীর কোথাও যখন সারাক্ষণ যন্ত্রণা চলিতে থাকে, তখন প্রথম প্রথম অনেক কষ্ট হইলেও একটা সময় আসিয়া কষ্ট-যন্ত্রণা যেন অনেকটা অভ্যাসে পরিণত হইয়া যায়। সারা বিশ্বের অবস্থাও তেমনই। একবিংশ শতকের শুরু হইতেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যুদ্ধাবস্থা চলিতেছিল। সমুদ্রের জোয়ারভাটার মতো তাহা সাময়িক সময়ের জন্য উঠানামা করিয়াছে মাত্র, শেষ আর হয় নাই। এখন দিকে দিকে যুদ্ধ, সংঘর্ষ, সংঘাত, ক্ষয়ক্ষতির নূতন নূতন ক্ষেত্র তৈরি হইতেছে। এই যুদ্ধ-সংঘাতের হাত ধরিয়াই চলিতেছে বড় ধরনের মানবিক সংকট। গাজায় যাহা হইতেছে তাহাকে এক কথায় বলা যায়—বিশ্বের মোড়লদের সম্মিলিত শক্তি যেন ঠাসিয়া ধরিয়া গাজার মানবতাকে জবাই করিতেছে। খাদ্য নাই, ঔষধ সরববাহের পথ রুদ্ধ, শিশুসহ অযুত নিরীহ মানুষ হত্যা! যুদ্ধের নির্মম বলি কেন হইবে নিষ্পাপ শিশুরা?

রাশিয়া-ইউক্রেনে যাহা চলিতেছে, তাহা কবে থামিবে? সম্প্রতি নামকরা জার্মান পত্রিকা বিল্ডে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হইয়াছে—রাশিয়া সামরিক জোট ন্যাটোর মিত্র দেশগুলিতে আক্রমণ করিয়া ইউক্রেনের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধ আরো প্রসারিত করিতে পারে। আর ইহার মাধ্যমে শুরু হইতে পারে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধও। বিল্ড বলিতেছে, ডিসেম্বরের মধ্যে নিজেদের প্রোপাগান্ডা এবং আরো সহিংসতাকে ইন্ধন দিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করিতে পারে রাশিয়া। যুদ্ধ-সংঘাতে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অস্থিরতাও কমিতেছে না সহজে। ২০২৩ সালের মতো ২০২৪ সালেও নিরাপত্তা হইতে যাইতেছে অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। ২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মাধ্যমে অর্থনৈতিক যেই অনিশ্চয়তা শুরু হইয়াছিল এবং প্রবাহিত হইয়াছিল ২০২৩ সালে ইসরায়েল-হামাস সংঘর্ষের দিকে, তাহা ২০২৪ সালেও অব্যাহত থাকিত বলিয়া বিশ্লেষকেরা মনে করিতেছেন। যদি এইভাবে শান্তি অধরা থাকে, তাহা হইলে বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি ও মন্দা প্রলম্বিত হইবে। ইতিপূর্বে তৈল, খাদ্য ও সারের অনিশ্চয়তা অন্যান্য পণ্যের উপর প্রভাব ফেলিবে এবং বিশ্ব জুড়ে মূল্যস্ফীতিকে প্রভাবিত করিয়াছে। বর্তমানে কিছু দেশে, যেমন—তুরস্ক (৮৬ শতাংশ), ইরান (৪০ শতাংশ) ও পাকিস্তানে (২৯ শতাংশ) মূল্যস্ফীতি ভয়ংকর জায়গায় চলিয়া গিয়াছে। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশেও মূল্য নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকিতেছে না। বাংলাদেশে সম্প্রতি পরিচালিত একটি জরিপে জানা গিয়াছে, গত বত্সর ৩০ শতাংশ ব্যবসায়ী জানাইয়াছেন তাহাদের ব্যবসা ভালো চলিতেছে না। উত্পাদন ও বিপণন কমিয়াছে। তাত্পর্যপূর্ণ তথ্য হইল, মাত্র ৬ শতাংশ ব্যবসায়ী বলিয়াছেন, আগের অর্থবত্সরের তুলনায় তাহারা ভালো করিয়াছেন। এই দিকে বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতির এবং বিশেষ করিয়া তৈলের মূল্যের অস্থিরতার পাশাপাশি সুদের হার বাড়িবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার নীতিগত হারকে উচ্চ (এখন ৫.৫ শতাংশ) রাখিতেছে। ফলে অন্য দেশগুলিরও সুদের হার চাপের মধ্যে রহিয়াছে। যাহাদের মূল্যস্ফীতি অধিক, তাহাদের সুদের হার, যেমন—তুরস্কে ৩০ শতাংশ, পাকিস্তানে ২২ শতাংশ এবং ইরানে ১৮ শতাংশে উঠিয়া গিয়াছে। কারণ, মূল্যস্ফীতির অনিশ্চয়তা সুদের হারের অস্থিরতাকে প্রভাবিত করিয়া থাকে। ইহা ব্যবসার ক্ষমতার উপর চাপ সৃষ্টি করে, বিশেষ করিয়া ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে ছোট ও মাঝারি আকারের উদ্যোক্তরা বিপদে পড়েন।

সার্বিকভাবে আমরা দেখিতে পাইতেছি, নিরাপত্তা, নিষেধাজ্ঞা ও সরবরাহ শৃঙ্খলের আন্তঃদেশীয় প্রক্রিয়ার সহিত পণ্য, কোম্পানি এবং দেশগুলির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা গত বত্সর একটি জটিল খেলায় পরিণত হইয়াছিল। এই বত্সরও তাহা আরো জটিল হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগও বৃদ্ধি পাইতেছে। অধিক বৃষ্টি, অধিক বন্যা-ধস, খরা, হিটওয়েভ, ভূমিকম্প-ঝড়—সকল মিলাইয়া যেন বৈশ্বিক টালমাটাল অবস্থার উন্নয়ন দেখা যাইতেছে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, 'যুদ্ধ যখন বাধিল অচলে চঞ্চলে/ ঝঙ্কারধ্বনি রণিল কঠিন শৃঙ্খলে'। আমাদের, বিশ্ববাসীর ভাঙিতে হইবে এই যুদ্ধ-শৃঙ্খল। নচেত্ আমরা সকল দিক দিয়াই বিপর্যস্ত হইতে থাকিব।

•••••••••••••

দিল্লিতে লোকসভা নির্বাচনে জিতলেও বিধানসভায় কেন পারছে না বিজেপি?

দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। সেখানে বিধানসভা ভোটে টানা ছয়বার হারের পর সপ্তমবার জয়ের লক্ষ্য নিয়ে নির্বাচনি ময়দানে নামছে বিজেপি। প্রথমে তিনবার কংগ্রেসের কাছে হারের পর দিল্লির বিধানসভা ভোটে বিজেপিকে লিড করার সুযোগই দেয়নি আম আদমি পার্টি। প্রায় তিন দশক ধরে ওই রাজ্যে ক্ষমতায় নেই বিজেপি। অন্যদিকে, গত তিনটি লোকসভা নির্বাচনে দিল্লির সমস্ত আসন জিতেছে কিন্তু বিধানসভা ভোটে তারা মোটেই সাফল্য পায়নি। এর মধ্যে রাজ্য বিজেপির নেতৃত্বে একাধিক বদল এসেছে, নতুন মুখও সামনে আনা হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও বিধানসভা ভোটে তার কোনও প্রভাব পড়েনি। লিখেছেন **চন্দন কুমার জজওয়াড়ে..**

দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। সেখানে বিধানসভা ভোটে টানা ছয়বার হারের পর সপ্তমবার জয়ের লক্ষ্য নিয়ে নির্বাচনি ময়দানে নামছে বিজেপি। প্রথমে তিনবার কংগ্রেসের কাছে হারের পর দিল্লির বিধানসভা ভোটে বিজেপিকে লিড করার সুযোগই দেয়নি আম আদমি পার্টি।

প্রায় তিন দশক ধরে ওই রাজ্যে ক্ষমতায় নেই বিজেপি। অন্যদিকে, গত তিনটি লোকসভা নির্বাচনে দিল্লির সমস্ত আসন জিতেছে কিন্তু বিধানসভা ভোটে তারা মোটেই সাফল্য পায়নি।

এর মধ্যে রাজ্য বিজেপির নেতৃত্বে একাধিক বদল এসেছে, নতুন মুখও সামনে আনা হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও বিধানসভা ভোটে তার কোনও প্রভাব পড়েনি।

এবার দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার আগে থেকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ বিজেপির প্রথম সারির নেতাদের ভোটের ময়দানে দেখা যাচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে যে আসন্ন বিধানসভা ভোটে কি ছবিটা বদলাবে?

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি ও কংগ্রেসের বড় নেতারা ক্ষমতাসীন দিল্লি সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদীকে আম আদমি পার্টি বা আপকে কটাক্ষ করে 'আপ-দা' বলে সম্বোধন করতে শোনা গিয়েছে। আম আদমি পার্টিকে 'আপদ' বলছেন তিনি।

তিনি বলেছেন, "দিল্লিতেও একটাই আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে- আপ-দা (আপদ) সহ্য করব না, বদলে ছাড়ব। এখন দিল্লি উন্নয়নের ধারা দেখতে চায়।"

অন্যদিকে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে নিশানা করে তোপ দেগেছেন। তার অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনকে 'শীশ মহল' বানিয়েছিলেন মি. কেজরিওয়াল।

আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিং আবার পাল্টা অভিযোগ তুলেছেন। তার দাবি প্রধানমন্ত্রী ও তার দলের উচিৎ জনগণকে দেওয়া তাদের প্রতিশ্রুতির দিকে নজর দেওয়া।

সঞ্জয় সিং বলেছেন, "১৫ লক্ষ দেওয়ার নামে মিথ্যা কথা বলা হয়েছে, কালো টাকা আনার নামে মিথ্যা বলা হয়েছে, ফসলের দাম দ্বিগুণ করার নামে মিথ্যা বলা হয়েছে, ১৫ অগাস্ট ২০২২ পর্যন্ত পাকা বাড়ি দেওয়ার নামে মিথ্যাচার করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ও তার দল কী করেছে?"

"এক বছরে ৩৭ লক্ষ শিশু সরকারি স্কুল ছেড়েছে, তার কোনও হিসাব রয়েছে। শুধুমাত্র উত্তরপ্রদেশেই সাত লক্ষেরও বেশি শিশু সরকারি স্কুল ছেড়ে দিয়েছে।"

'বিজেপিতে স্থানীয় নেতার অভাব'

গত বিধানসভা অর্থাৎ ২০২০ সালের ভোটের কথা মাথায় রেখে অনুমান করা যেতে পারে ফেব্রুয়ারিতে দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচন কেমন হতে পারে।

এই আবহে দিল্লির অন্য দুই প্রধান দল, বিজেপি ও কংগ্রেস সে রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা আম আদমি পার্টিকে ক্রমাগত নিশানা করে চলেছে।

কেজরিওয়াল সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি থেকে শুরু করে দিল্লির উন্নয়ন পর্যন্ত-একাধিক বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রশ্ন তুলেছে তারা।

প্রবীণ সাংবাদিক বিনোদ শর্মা বলছেন, দিল্লিতে আম আদমি পার্টি কংগ্রেসকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করেছে। এখানকার মানুষ আপ সরকারের নীতি পছন্দ করেন। যার মধ্যে- বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, বিনামূল্যে জল-সহ একাধিক পরিষেবা।

বিনোদ শর্মার মতে দিল্লির বাসিন্দারা মনে করেন আম আদমি পার্টি সরকার যে প্রতিশ্রুতি দেয়, সেটা তারা পূরণ করে। সেই জন্য এখানকার মানুষ বিজেপিকে ভোট দেয় না। তাছাড়া দিল্লিতে গেরুয়া শিবিরে তেমন কোনও স্থানীয় নেতার অভাবকেও একটা বড় কারণ বলে মনে করেন তিনি।

তার কথায়, "দিল্লিতে মদন লাল খুরানা বা কেদারনাথ সহানীর মতো স্থানীয় নেতা আর বিজেপির নেই। তাই প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনি প্রচারণায় যাওয়ার পরও হারের সম্মুক্ষীন হতে হচ্ছে।"

এই মুহূর্তে বিজেপিতে মদনলাল খুরানা বা সাহেব সিং ভার্মার মতো নেতা নেই যাদের অবস্থান বেশ মজবুত।

প্রবীণ সাংবাদিক নীরজা চৌধুরী বলছেন, "কেন্দ্রীয় স্তরে মোদীর যে বিশ্বাসযোগ্যতা রয়েছে সেটা দিল্লিতে বিজেপির নেই। দল এমন কাউকে এগিয়ে দিতে পারেনি যাকে জনগণ বিশ্বাস করতে পারে বা যে নেতা কেজরিওয়ালকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন।"

তাদের যুক্তি দিল্লি সরকারের মহল্লা ক্লিনিক, বিদ্যুৎ, জল, বিনামূল্যে যাতায়াতের মতো প্রকল্প থেকে মানুষ সরাসরি উপকৃত হচ্ছেন, তাই তারা অন্য কোথাও যেতে চান না।

কার ক্ষমতা কতটা?

দিল্লিতে বিধানসভা ভোটে বিজেপি শেষবার জিতেছিল ১৯৯৩ সালে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হন মদন লাল খুরানা। সেই সময় বিজেপির জয়ে ভোট ভাগাভাগিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল বলে মনে করা হয়।

সে বছরের নির্বাচনে, ভিপি সিংয়ের 'মণ্ডল' রাজনীতির প্রভাব দিল্লিতেও স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান ছিল। জনতা দল রাজ্যের ১২ শতাংশেরও বেশি ভোট পেয়েছিল। যেখানে কংগ্রেসের ঝুলিতে ছিল প্রায় ৩৫ শতাংশ ভোট এবং বিজেপি পেয়েছিল প্রায় ৪৩ শতাংশ ভোট।

সেই কারণেই বলা হয় যে দিল্লিতে বিজেপির জয়ের জন্য ভোট ভাগাভাগির বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তবে ১৯৯৩ সালে ৪৯টি আসন পাওয়া সত্ত্বেও সেই সময় পাঁচ বছরে তিনবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী বদল করতে হয়েছিল বিজেপিকে। বিজেপি প্রথমে মদন লাল খুরানা, তারপর সাহেব সিং ভার্মা এবং সবশেষে সুষমা স্বরাজকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী করে। বলা হয়, সেই সময় পেঁয়াজের চড়া দামের ফলে বিজেপিকে দীর্ঘদিন ধরে তার মাশুল গুনতে হয়েছিল।

এরপর প্রায় তিন দশক ধরে দিল্লিতে আর ক্ষমতাতেই আসতে পারেনি বিজেপি।

দিল্লির বাসিন্দারা পরপর তিনটে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে জয়ী করে। শীলা দীক্ষিত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হন।

বিশেষজ্ঞদের মতে আম আদমি পার্টি প্রতিষ্ঠার পর দিল্লির মানুষ অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দলকে পছন্দ করেছে কিন্তু বিজেপির মতো পুরনো দলকে বিশ্বাস করতে পারেনি।

২০১৩ সালের দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি পেয়েছিল ৩১টি আসন। এরপর ২০১৫ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মাত্র তিনটি আসন এবং ২০২০ সালে আটটি আসন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে বিজেপিকে।

গত তিনটি লোকসভা নির্বাচনে অর্থাৎ ২০১৪, ২০১৯ এবং ২০২৪ সালে বিজেপি দিল্লির সাতটির মধ্যে সবকটি আসনই জিতেছিল।

মনোবিজ্ঞানী এবং সিএসডিএসের অধ্যাপক সঞ্জয় কুমার ব্যাখ্যা করেছেন, "যে সময় বিজেপি কংগ্রেসের কাছে দিল্লিতে হেরে যাচ্ছিল, সেই সময় বিজেপি কিন্তু খুব শক্তিশালী দল ছিল না। তবে মোদীজি আসার পর দলকে শক্তিশালী করলেও বিজেপি দিল্লিতে জিততে পারেনি।"

সঞ্জয় কুমার মনে করেন, দিল্লির ভোটাররা ঠিক করে ফেলেছেন যে তারা লোকসভায় বিজেপিকে এবং বিধানসভায় আম আদমি পার্টিকে ভোট দেবেন।

দিল্লিতে বিজেপির 'পরীক্ষা-নিরীক্ষা'

দিল্লিতে ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনের কথা বলতে গেলে আম আদমি পার্টি সেখানে প্রায় ৫৪ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। বিজেপির ঝুলিতে ছিল ৪০ শতাংশের কাছাকাছি ভোট এবং কংগ্রেস পেয়েছিল ৪ শতাংশের মতো ভোট।

২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে দিল্লিতে বিজেপি ৫৬ শতাংশ, আম আদমি পার্টি ১৮ শতাংশ এবং কংগ্রেস প্রায় ২৩ শতাংশ ভোট পেয়েছিল।

বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির পরাজয়ের বড় কারণ দিল্লির বস্তি, দলিত ও মুসলিম ভোটের একটা বড় অংশ বলে মনে করা হচ্ছে।

নীরজা চৌধুরী মনে করেন, দিল্লিতে বিজেপি বিভিন্ন পন্থা ব্যবহার করেছে। কখনও তারা কিরণ বেদীকে এনেছে, কংগ্রেস থেকে অরবিন্দর সিং লাভলিকে নিয়ে এসেছে আবার কখনও বা হর্ষ বর্ধনের উপর বাজি ধরছে। দিল্লিতে তারা নেতা বদল করলেও এমন কাউকে আনতে পারেনি যাকে সামনে রেখে এগোনো যায় বা তুলে ধরা যায়।

সমাজের সব অংশের ভোটারদের আকৃষ্ট করতে বিজেপি গত কয়েক বছরে দিল্লির পূর্বাঞ্চলী, পাঞ্জাবীর মতো প্রতিটা সম্প্রদায় থেকে আসা নাতাদের রাজ্য ইউনিটের সভাপতি হিসাবে নিয়োগ করেছে।

এর মধ্যে রয়েছেন বর্তমান রাজ্য সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেব এবং আদেশ গুপ্তা, মনোজ তিওয়ারি, সতীশ উপাধ্যায়, বিজেন্দ্র গুপ্তা, হর্ষবর্ধন এবং ওপি কোহলির মতো নেতারা।

এদিকে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর সরকার গঠনের পর বিজেপি অনেক রাজ্যে জিতলেও দিল্লিতে কিন্তু এখনও বিধানসভা ভোটে জিততে পারেনি।

অধ্যাপক সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস করেন, "আপনি যদি মন দিয়ে দেখেন তাহলে লক্ষ্য করবেন যে শক্তিশালী হওয়ার পরেও বিজেপি যেখানেই জিতেছে, সেখানে কংগ্রেসকে পরাজিত করে জিতেছে। দিল্লিতে কংগ্রেসকে হারানোর আগেই আম আদমি পার্টির মধ্য দিয়ে বিজেপির চেয়ে ভালো বিকল্প দেখতে পেয়েছে মানুষ।"

দিল্লির আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আবহে প্রতিটা দলই তাদের পূর্ণ শক্তি দিয়ে চেষ্টা করে চলেছে।

বিজেপি বিরোধী জোট ইন্ডিয়া ব্লকের দুই শরিক- কংগ্রেস ও আম আদমি পার্টি এই নির্বাচনে পৃথক পৃথকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

রণকৌশলের অঙ্গ হিসেবে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিপরীতে কংগ্রেস প্রার্থী করেছে দিল্লির সাবেক মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতের ছেলে সন্দীপ দীক্ষিতকে।

কংগ্রেস ক্রমাগত আম্বেদকর এবং সংবিধান সম্পর্কে কথা বলে চলেছে এবং দলিত ভোটারদের উপর বিশেষ নজর দিচ্ছে।

কংগ্রেস যদি রাজ্যে তাদের কৌশলে সফল হয় এবং ভালো ভোট পায়, তাহলে দিল্লির নির্বাচন বেশ আকর্ষণীয় হতে চলেছে বলেই মনে করা যেতে পারে। এবং সেক্ষেত্রে কোনও সম্ভাবনাই উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

সৌ: বিবিসি বাংলা

অ্যাডাম নেলসন ও মে বুটয়

ফিলিপাইনের গণতন্ত্রে চিনের নাক গলানো উদ্বেগের

ফিলিপাইনের সাবেক প্রেসিডেন্ট রদ্রিগো দুতার্তের একজন মুখপাত্র ২০২৪ সালের এপ্রিলে বলেছিলেন, ২০১৬ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ফিলিপাইন ও চীনের মধ্যে একটি গোপন 'সমঝোতা চুক্তি' হয়েছিল। ওই চুক্তিতে বলা আছে, পশ্চিম ফিলিপাইন সাগরে ফিলিপাইনের চালানো কোনো কার্যক্রমকে চীন চ্যালেঞ্জ করবে না, আর ফিলিপাইন তাদের আয়ুনগিন শোলের স্থাপনাগুলোতে তাদের কর্মীদের কাছে শুধু প্রাথমিক সরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাঠাবে। এর বাইরে ফিলিপাইন কোনো বড় তৎপরতা চালাবে না।

এখন ফিলিপাইন চীনের কৌশলগত উচ্চাভিলাষের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। চীনের তৎপরতা রোধে প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোস জুনিয়রের নেতৃত্বে দেশটি তার নৌবাহিনীর মাধ্যমে সমুদ্রসীমার দাবি প্রতিষ্ঠা করছে এবং চীনের সামুদ্রিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। এমন নতুন আইনও পাস করা হচ্ছে, যা চীনের প্রভাব প্রতিহত করতে সাহায্য করবে। তবে ফিলিপাইনের জন্য চীনা চ্যালেঞ্জ কেবল সমুদ্রসীমায় থেমে নেই।

চীন ফিলিপাইনে তাদের তথ্য প্রচারের কৌশল জোরদার করেছে। ফেসবুক ও টিকটকের মতো জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে তারা মার্কিনবিরোধী বক্তব্য ছড়াচ্ছে। এতে ফিলিপাইন-মার্কিন সম্পর্ক নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে। একই সঙ্গে ফিলিপাইনের সমাজে আস্থাহীনতা বাড়ছে। চীন ফিলিপাইনের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলোকেও কাজে লাগাচ্ছে। তারা চায়, দেশটির সরকার যেন নিজের সমস্যার মধ্যে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে চীনের সমুদ্র আগ্রাসনের দিকে নজর দিতে না পারে। দেশটির গুরুতর অভ্যন্তরীণ সমস্যাও রয়েছে। দেশটির সাবেক মেয়র অ্যালিস গুয়োর বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অর্থ পাচার এবং চীনের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করার অভিযোগ উঠেছে। এ থেকে বোঝা যায়, ফিলিপাইনের দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা কীভাবে চীনের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছেন। চীন তাদের কৌশলের অংশ হিসেবে এমন দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা বা কর্মকর্তাদের ব্যবহার করে ফিলিপাইনের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে। চীন তার প্রভাব বিস্তারের

সূক্ষ্ম কৌশল হিসেবে ফিলিপাইনের বিভিন্ন স্তরের নেতাদের নিজেদের পক্ষে আনতে অর্থনৈতিক প্রণোদনা, গোপন ব্যবসায়িক চুক্তি ও অন্যান্য সুবিধা দিচ্ছে। এর মাধ্যমে তারা স্থানীয় নেতাদের পাশে টানছে। চীনের এই কৌশল শুধু ফিলিপাইনে নয়, সারা বিশ্বেই পরিচিত। ফিলিপাইনের ২০২৫ ও ২০২৮ সালের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন সামনে রেখে চীন আরও তৎপর হয়ে উঠতে পারে। তারা এমন প্রার্থী ও নেতা খুঁজবে, যাঁরা তাদের পক্ষে কাজ করতে আগ্রহী হবেন। চীন ফিলিপাইনের ওপর তাদের শাসনব্যবস্থার প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করছে। এর ফলে ফিলিপাইনে ভবিষ্যতে এমন একটি সরকার আনতে পারে, যাকে চীন নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এবং সেই সরকার দিয়েই চীন ফিলিপাইনের জনগণের ওপর নজরদারি চালাতে পারবে। এ ধরনের সরকার এলে তারা চীনের দমনমূলক কৌশল ব্যবহার করে বিরোধীদের চুপ করাবে। চীনের আর্থিক ও রাজনৈতিক সমর্থন নিয়ে তারা জবাবদিহি এড়ানোর সুযোগ পাবে। তখন ফিলিপাইনের জনগণের সেবার জন্য তৈরি প্রতিষ্ঠানগুলোই তাদের বিরুদ্ধে কাজ করতে শুরু করবে। এর মাধ্যমে চীন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আরও গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হয়ে উঠবে।

চীন ফিলিপাইনে তাদের তথ্য প্রচারের কৌশল জোরদার করেছে। ফেসবুক ও টিকটকের মতো জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে তারা মার্কিনবিরোধী বক্তব্য ছড়াচ্ছে। এতে ফিলিপাইন-মার্কিন সম্পর্ক নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে। একই সঙ্গে ফিলিপাইনের সমাজে আস্থাহীনতা বাড়ছে। চীন ফিলিপাইনের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলোকেও কাজে লাগাচ্ছে। তারা চায়, দেশটির সরকার যেন নিজের সমস্যার মধ্যে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে চীনের সমুদ্র আগ্রাসনের দিকে নজর দিতে না পারে। এ অবস্থায় চীনের হস্তক্ষেপ প্রতিহত করতে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের পাঁচটি ক্ষেত্রে ফিলিপাইনকে বিনিয়োগ ও অন্যান্য সহায়তা দেওয়া উচিত। প্রথমত, দুর্নীতি যেহেতু জাতীয় নিরাপত্তার হুমকি, তাই 'বেনিফিশিয়াল ওনারশিপ' (ব্যবসার প্রকৃত মালিকানা) প্রকাশ নিশ্চিত করা, ঋণের স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং সরকারি ক্রয় ও টেন্ডার প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা রক্ষার জন্য প্রকল্পগুলোতে অর্থায়ন করা উচিত। এটি কেবল ফিলিপাইনের ব্যবসাগুলোর জন্য সমান সুযোগ তৈরি করবে না; বরং দেশটির প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলোকে গোপন বিদেশি প্রভাব থেকে রক্ষা করতেও সহায়তা করবে।

দ্বিতীয়ত, নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বাড়াতে হবে। শুধু ভোটের দিন নয়, পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় যেন কোনো গোপন বিদেশি প্রভাব বা সম্পদের অপব্যবহার না হয়, সেদিকে নজর দিতে হবে। দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে এই ধরনের হস্তক্ষেপ সহজেই শনাক্ত করা যাবে এবং তা প্রতিরোধও করা সম্ভব হবে।

তৃতীয়ত, ফিলিপাইনের মিত্রদের বিএআরএমএম অঞ্চলের শান্তি প্রক্রিয়া রক্ষা করতে হবে। এ জন্য স্থানীয় শাসনব্যবস্থা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার জন্য উদ্যোগে অর্থায়ন করা উচিত।

সর্বশেষে, ফিলিপাইনের নাগরিক ও কর্মকর্তাদের ওপর চীনের নজরদারি প্রতিরোধে সাহায্য করতে হবে। একটি স্থিতিশীল ও গণতান্ত্রিক ফিলিপাইন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমেরিকা ও তার ইন্দো-প্যাসিফিক অংশীদারদের আরও সক্রিয় হতে হবে, যাতে ফিলিপাইন চীনের আগ্রাসন ঠেকিয়ে তার রাজনীতিতেও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারে।

অ্যাডাম নেলসন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউটের এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সিনিয়র প্রোগ্রাম ডিরেক্টর এবং মে বুটয় ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউটের ফিলিপাইনের কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ

সৌজন্যে: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট

প্রথম নজর

সুন্দরবন হাই মাদ্রাসায় বনভোজনে শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মিনাখাঁ

আপনজন: বনভোজনের সমস্ত রকম উপকরণ নিয়ে হাজির হয়েছিল রবিবার প্রায় একশো শিশু কিশোরের দল। উত্তর ২৪ পরগনার প্রান্তিক অঞ্চল নাড়াবুনিয়ার সুন্দরবন এইচ এম টি এ হাই মাদ্রাসায়। বিভিন্ন বয়সের ছেলে-মেয়েদের জন্য নানা ধরনের প্রতিযোগিতা, পুরস্কার ও সংবর্ধনায় সেজে উঠেছিল এদিনের পারিবারিক প্রীতি বনভোজন। আর এর পাশাপাশি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে 'আমাদের সমাজ আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি' বিষয়ে বড়দের আলোচনা ছিল এ দিনের আরেক প্রাপ্তি।
শীতের শুরুতে বাঙালি উৎসবমুখর হবে, বনভোজনে বেরিয়ে পড়বে- এতে আর নতুনত্ব কি! কিন্তু না, রবিবার সুন্দরবন মাদ্রাসায় আয়োজিত এই বনভোজন ছিল বৈচিত্র্যে ভরা। শিশু কণ্ঠে সূরা ফাতিহার তেলাওয়াত ও তার তরজমা দিয়ে শুরু হয় এদিন অনুষ্ঠান। প্রারম্ভিক বক্তৃতার গতানুগতিক ধারার বদলে এদিন প্রেস-কনফারেন্সের আয়োজন করে স্কুল-কলেজের পড়ুয়ারা। মহড়া এই প্রেস কনফারেন্সে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সাংবাদিকদের প্রশ্নাবলী প্রথম থেকেই বেশ বুঝিয়ে দেয় দিনটা একটু অন্যরকম যাবে।
একে একে বিভিন্ন ইভেন্টের টানটান প্রতিযোগিতার পাশাপাশি এদিন বিশিষ্ট গুণীজনদের উপস্থিতিতে আয়োজন করা হয় বিশেষ আলাপচারিতা। বিষয় স্থির হয়, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও আমাদের সমাজ। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার নিরিখে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে গুণীজনদের বক্তৃতামালা। শিক্ষার উৎকর্ষতা, শিক্ষাঙ্গনের পরিকাঠামো-নৈতিকতা, শিশু মনে সুস্থ সংস্কৃতির প্রসার ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ড. আফসার আলী, আব্দুর রশিদ মোল্লা, শাহ আলম, সওকত জমাদার, খাদিমুল ইসলাম, ডা. নুরুজ্জামান, ফারুক আহমেদ, খালিদ ফজলুল্লা প্রমুখ।
সংক্ষিপ্ত এই মতবিনিময়ের পর্ব সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক মঈনুদ্দিন চিশতী। এদিন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত গুণীজনদের সংবর্ধনা জানানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে সম্মাননা প্রদান করা হয় মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি, ওকালতি প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবার যারা সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে এরকম পড়ুয়াদের। এছাড়াও শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করা হয় পারিবারিক এই বন্ধনের অন্তর্গত সেই সমস্ত ছেলে-মেয়েদের যারা গত এক বছরে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রতিটি উপহার এদিন তাঁদের স্মরণে প্রদান করা হয়, শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসার ও উৎকর্ষতায় যাঁদের দান সমাজ কখনো ভুলতে পারে না।
গুটি কয়েক পরিবারকে নিয়ে শুরু করা এই পারিবারিক আয়োজন এবার ২২-তম বর্ষে পড়ল বলে জানান ইংরেজির শিক্ষক খলিলুর রহমান, আবেদ আলী। সমগ্র অনুষ্ঠান দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করে নাফিসা ইসমাত, আনুশা আহমেদ, মাহমুদা খাতুন, মাসুমা মালিহা, মাইসুরা তৈয়েবা, আরিয়ান সর্দার ও আফিয়া আন্তারা । এ বছর পারিবারিক প্রীতি বনভোজনের থিম ছিল 'ইগনাইট দ্য ইয়ং মাইন্ডস'।

মুখ্যমন্ত্রীর পড়া স্কুলের সংস্কার করে ইংরেজি মাধ্যম চালু করা হয়েছে: ফিরহাদ হাকিম

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্কুলে পড়াতেন সেই স্কুলটির সংস্কার করা হয়েছে। সেখানেও ইংরেজি পড়ানোর সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। সোমবার চেতলা বয়েজ স্কুলের নতুন রূপে সংস্কারের পর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ কলকাতার সাংসদ মালা রায় ও রাজ্যে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও। ১২৪ বছর পুরনো চেতলা বয়েজ স্কুলের নতুন অধ্যায় শুরু হল সোমবার। চেতলা বয়েজ স্কুলের এখন থেকে ইংরেজি মাধ্যমেও পড়াশোনা করানো হবে। বাংলা মাধ্যমের সঙ্গেই এবার থেকে চেতলা বয়েজ স্কুলে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করানো হবে। নতুন বিল্ডিং - এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুরসভার মেয়র মেয়র ফিরহাদ হাকিম।সঙ্গে ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু।
এদিন ফিরহাদ হাকিম বলেন, ব্যাঙের ছাতার মতো ইংরেজি মাধ্যম স্কুল খুলছে চারদিকে । অনেক স্কুলে কোয়ালিফাইড টিচার নেই।মুখ্যমন্ত্রী যে স্কুলে পড়াতেন সেই স্কুলটিরও সংস্কার করা হয়েছে। একের পর এক সরকারি স্কুলগুলির সংস্কার করা হচ্ছে। ফিরহাদ হাকিম দাবি করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলে কোন শ্রেণীবিভক্ত নয়। কাউকে পেছনে ঠেলে দেওয়া নয়। সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা তারা যাতে ইংরেজি মাধ্যমে পড়ার সুযোগ পায় তার জন্যই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাম জমানার দিকে আঙুল তুলে ফিরহাদের মন্তব্য সেই সময় যারা শ্রেণীবিভক্ত করতে বাংলা ভাষাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলেছিলেন তাদের ছেলেমেয়েরা কেউ মিশনারী স্কুলের বাইরে কোন সরকারি স্কুলে ভর্তি হয় নি ,পড়াশোনার জন্য। এই ভেদাভেদ ছড়িয়ে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ সরকারি স্কুলগুলিতে ইংরেজি মাধ্যমের মত অর্থাৎ যে বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল গুলি আছে তাদের মত পড়াশোনা শুরু করিয়েছেন। যে স্কুলগুলিতে ইংরেজি মাধ্যম শুরু করা হচ্ছে সেখানে ঠিক স্কুলের মতই সমস্ত পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে এমন কি ক্লাস গুলিতে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাও রাখা হচ্ছে। রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের অভিভাবকরা সরকারি স্কুল ছেড়ে বেসরকারি স্কুলে তাদের ছেলেমেয়েদের ভর্তি করার প্রবণতা বাড়াচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমে যাওয়ায় তাই বাংলা মাধ্যম চালু রাখার পাশাপাশি ইংরেজি মাধ্যমের পড়াশোনা করানোর সিস্টেম চালু করেছেন। যাতে সরকারি স্কুলে সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনার সুযোগ পান। অভিভাবকরা সরকারি স্কুলমুখী হন ফের। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও বামা বলে সরকারি স্কুলগুলিতে প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি তুলে দেওয়ার বিষয় সমালোচনায় মুখর হন।

মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার একাধিক থানার ওসিদের বদলি

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার একাধিক থানার ওসি ও এস আই দের বদলির নির্দেশ এক নজরে দেখে নিন কোন থানার দায়িত্ব কে আসলো।
সাগর পাড়া থানার ওসি হয়ে আসছেন খুরশেদ আলম,তিনি এত দিন রাণীতলা থানার ওসি ছিলেন।আর বর্তমান সাগর পাড়া থানার ওসি অরিজিৎ ঘোষ বদলি হয়ে রানিতলা থানার ওসি হয়ে যাচ্ছেন।জলঙ্গী থানার ওসি হয়ে আসছেন দৌলতাবাদ থানার ওসি দীপক হালদার। জলঙ্গী থানার বর্তমান ওসি এস হয়ে যাচ্ছেন কান্দি থানায়। ডোমকল থানার এস আই বিসজিৎ হালদার ওসি হয়ে ভগবান গোলা থানায় যাচ্ছেন, ডোমকল থানার এস আই মৌজাইম হোসেন আই সি হলে যাচ্ছেন গুধিয়া ক্যাম্প মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলায়। কান্দি থানার এস আই শিবনাথ মন্ডল ওসি হয়ে ভরতপুর থানায় যাচ্ছেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বসিরহাট দরবার শরিফে হাজি নুরুলের পুত্ররা

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: সম্প্রতি বসিরহাটের সাংসদ হাজী নুরুল ইসলাম প্রয়াত হন। হাজী নুরুল ইসলামের মৃত্যুর পরে এই প্রথম বসিরহাট মাওলানা বাগ দরবার শরীফে আসলেন হাজী নুরুল ইসলাম এর বড় সাহেবজাদা, দুই সন্তান শেখ আনোয়ারুল ইসলাম ববি, সেখ হাসিবুল ইসলাম, সেখ রেজাউল ইসলাম। সোমবার বিকেল চারটে নাগাদ বসিরহাট মাওলানা বাগ দরবার শরীফে এসে আল্লামা রুহুল আমিন রহমাতুল্লাহ আলাইহির রওজা জিয়ারত করেন। তারপর দেখা করেন বসিরহাটের পীরজাদা ছোট হুজুর পীর কেবলা সিরাজুল আমিন এবং মেজ হুজুর পীর কেবলা শরিফুল আমিনের সাথে। তিন ভাই বলেন, বসিরহাট মানুষের জন্য কাজ করেছেন আমার আব্বা। আমার আব্বার করা উন্নয়ন বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে।

১৫ বছর ধরে বন্ধ সরকারি গ্রন্থাগার, জেলাশাসকের দ্বারস্থ গ্রামবাসীরা

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: দীর্ঘ ১৫ বছর থেকে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে গ্রামের একমাত্র সরকারি গ্রন্থাগার। বর্তমানে জঞ্জালে ভরা। ভেতরে পরে থেকে নষ্ট হচ্ছে লক্ষাধিক টাকার বই। পুঁথিগত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত শিক্ষক থেকে শুরু করে শিক্ষার্থীরা। ঘটনায় জেলা শাসকের দপ্তর এবং বিধায়কের দ্বারস্থ এলাকাবাসীর।
নদীয়ার শান্তিপুর হরিপুর অঞ্চলের একমাত্র সরকারি লাইব্রেরী সরস্বতী এস.এসি পাঠাগার বর্তমানে জঞ্জালে ভরা। ভেতরে রয়েছে সাপের বাসা। ভেঙে পড়ে রয়েছে লাইব্রেরির বেশ কিছু অংশ।ভোট আসে ভোট যায় কিন্তু প্রতিশ্রুতি থাকলেও লাইব্রেরীর উন্নতি সাধন বা কোনরকম খোলার চেষ্টা করে না প্রশাসন। এমনটাই অভিযোগ একশ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিত্বের। এদিন শিক্ষক শিক্ষার্থী সকলে একত্রিত হয়ে সরব হয় লাইব্রেরিটি নবনির্মিত করে খোলার জন্য। প্রশাসনিক গাফিলতির কারণেই আজ ১৫ বছর বন্ধ হয়ে রয়েছে এই সরকারি লাইব্রেরী, অভিযোগ ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষকদের। দ্রুত লাইব্রেরী না খুললে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাকও দেন এলাকাবাসী। যদিও লাইব্রেরীর এই অচলাবস্থা নিয়ে শুরু হয়েছে বর্তমানে রাজনৈতিক তরজাও। লাইব্রেরীর এই অচলাবস্থা নিয়ে রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব কে দায়ী করেছে হরিপুর অঞ্চলের বিজেপির বিরোধী দলনেতা নিজেও। তবে বিজেপির তোলা অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের, তিনি জানান ইতিমধ্যে টেন্ডার ডাকা হয়েছে অতি দ্রুত লাইব্রেরীর কাজ শুরু হবে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা সেখানে পড়াশোনা করতে পারবেন। এখন দেখার দীর্ঘ ১৫ বছর পড়ে থাকা লাইব্রেরী আদেও কি এলাকার ছাত্রছাত্রীদের জন্য আবার নতুন করে চালু হবে, নাকি শাসকবিরোধী তরজাতে আটকে থাকবে উন্নতি সাধনের কাজ।

রক্ত দান ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: নদীয়া জেলার তেহট্ট থানার অন্তর্গত কানাইনগর গ্রামে রবিবার মনন ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত হয় রক্তদান শিবির ও বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির। উপস্থিত ছিলেন তেহট্ট বিধান সভার বিধায়ক তাপস সাহা এছাড়াও বিভিন্ন জেলার সংস্থার রক্ত যোদ্ধা। কানাইনগর, যা নদিয়া জেলার শেষ প্রান্তে অবস্থিত একটি গ্রাম, সেখানে আগে কখনও রক্ত দান শিবির অনুষ্ঠিত হয়নি।
ফাউন্ডেশনের সভাপতি মিলন মণ্ডল জানান, সম্পাদক রিপন শেখ এবং তার স্ত্রী হাসিনা খাতুনের একসঙ্গে রক্তদান করেন। মোট ৪২ জন রক্ত দান করেন।

আদিবাসী শিশু এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কম্বল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাদুড়িয়া

আপনজন: দুঃস্থ আদিবাসী শিশু এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করলেন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ও সমাজসেবী 'এসিএবি' কনভেনার ইসমাইল সরদার । উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাদুড়িয়া থানার ঘোষপুর আদিবাসী পাড়ায় শিশু, ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলমুখী করতে শিশু শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ফ্রি কোচিং করান গোবরডাঙা থানার নিমতলা এলাকার 'কথাকলি বিকাশ ট্রাস্ট' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা । সেখানে আদিবাসী পাড়ার দরিদ্র অসহায় পরিবারের প্রায় ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করে । বেশ কয়েক দিন থেকে শহরতলি সহ জেলাজুড়ে তীব্র শীত ও কনকনে ঠাণ্ড বয়ে যাচ্ছে । এই ঠান্ডায় ওই কোচিং সেন্টারের শিশু এবং ছাত্র-ছাত্রীদের একটি করে কম্বলের খুবই প্রয়োজন ছিল। 'আপনজন' প্রতিনিধির মাধ্যমে এই খবর পৌঁছায় বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ও সমাজসেবী ইসমাইল সরদারের কাছে। খবর পাওয়া মাত্রই দুঃস্থ আদিবাসী শিশু এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কম্বলের ব্যবস্থা করেন।
এদিন ইসমাইল বাবু নিজে উপস্থিত থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে কম্বল তুলে দেন। মহতী উদ্যোগের জন্য ইসমাইল সরদারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কোচিং সেন্টারের প্রধান সোনালী মিস্ত্রি বলেন, 'কনকনে ঠাণ্ডায় এই কম্বল আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের খুবই সহায়ক হবে।'
ইসমাইল সরদার বলেন, 'আমার সাধ্যমত আমি মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি। এটা আমার কর্তব্য মনে করি।' সকলকে এমন উদ্যোগে শামিল হওয়ার আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি।

আকুনির স্কুলের শতবর্ষ উৎসবের সমাপ্তি হল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: হুগলি জেলার চন্ডীতলা থানার আকুনি বিজি বিহারীলাল ইনস্টিটিউশনের তিনদিন ব্যাপী শতবর্ষ উৎসব অনুষ্ঠিত হল। এলাকায় প্রভাত ফেরী ও মশাল দৌড়ের মাধ্যমে। শতবর্ষ উৎসবের শুভ সূচনা করা হয় এই উপলক্ষে বিদ্যালয় এর বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতিতে বিদ্যালয় চত্বরে উৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।
শতবর্ষ উৎসব কমিটির সভাপতি খন্দকার হেসামুদ্দিন আহমেদ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সমীর কুমার মন্ডল ও সকল শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষা কর্মী পরিচালক সমিতির অন্যান্য সভ্য সদস্যদের বর্ষব্যাপী সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টায় এই অনুষ্ঠান হয়। শতবর্ষ উৎসবে চার দিনব্যাপী ছাত্র-ছাত্রীদের নাচ গান আবৃত্তি নাটক। এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের পরিবহণ দফতরের মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী সহ এলাকার বিডিও সভাপতি প্রধান উপপ্রধান ছাড়াও অনুষ্ঠানে মাদ্রাসা শিক্ষক শিক্ষা কর্মী সমিতির মুখপাত্র তৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন গুণীজনদের উপস্থিতিতে শতবর্ষ উৎসব প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। সকল স্তরের সাধারণ মানুষ থেকে নিয়ে ব্যবসায়ী বন্ধুরা বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন বলে জানান সভাপতি ।

প্রকাশিত হল 'তালপুকুর'

নুরুল ইসলাম খান ● সোনারপুর

আপনজন: ছোটদের পত্রিকা তালপুকুর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় রবিবার সোনারপুরের বিদ্যাধরপুরে।
বর্ষীয়ান ছড়াকার সুখেন্দু মজুমদার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এ ছড়াকার স্বপন রায়, আবৃত্তি শিল্পী তন্দ্রা নস্কর, রবীন্দ্রসঙ্গীতে অলোক সাঁফুই, আবাদ পত্রিকার সম্পাদক অপরেশ মন্ডল, ছড়াকার শম্ভু মন্ডল ছাড়াও এক ঝাঁক ছোট ছোট স্কুল পড়ুয়াদের উপস্থিতি পত্রিকা প্রকাশের অনুষ্ঠানকে ভিন্ন মাত্রা দেয়। তালপুকুর পত্রিকার সম্পাদক শম্ভুনাথ মন্ডল বলেন, শিশু কিশোরদের পত্রিকা তালপুকুর প্রকাশের অনুষ্ঠানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এই উপস্থিতি সত্যিই অনুপ্রাণিত করে।

বালির জন্য চরম বিপাকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের উপভোক্তারা

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: বালির জন্য চরম বিপাকে পরেছেন বাংলার বাড়ি প্রকল্পের বহু উপভোক্তা। তাদের দাবী, ৯৮ সিএফটি বালি না পাওয়ায় তারা সরকারের দেওয়া টাকায় বাড়ি সম্পুর্ন করতে পারবেন না। জানা গেছে, ৯৮ সিএফটি বালি পরিবহন করার জন্য গ্রামের রাস্তায় সচরাচর ট্রাক্টর চলাচল করে। আর ট্রাক্টরে বালি কিনতে চাইলে তারা পাচ্ছেন না। ফলে তাদের চড়া দামে বালি কিনতে হচ্ছে, যা অনেকের পক্ষে অসম্ভব। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সহযোগিতার দাবী জানিয়েছেন বাংলা আবাস যোজনার উপভোক্তা সহ স্থানীয়রা।
স্থানীয়রা জানান, জেলা সহ ব্লকের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের রাস্তা বর্তমানে সরকার ঢালাই করে দিয়েছে। সেই সমস্ত রাস্তার ঢালাই ফেটে যাবার ভয়ে ছয়চাকা, দশচাকা ও বারোচাকা গাড়ি ঢোকানো নিষিদ্ধ। তাছাড়াও গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন স্থানে সরু রাস্তা হওয়ায় ওসব গাড়ি করে বালি পরিবহন করার সমস্যা রয়েছে। ফলে এলাকায় বালির আকাল দেখা দিয়েছে। এমনকি সরকারি কাজে ঠিকাদারদের বালি পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে।
তারা বলেন, ট্রাক্টরে সরকারি রাজস্ব দেওয়া চালানে বালি না মেলায় কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ট্রাক্টরে করে নদী থেকে বালি চুরি শুরু করেছে। পুলিশ ও বিএলআরও গাড়ি ধরে কেস দিচ্ছে, যার ফলে মানুষের মধ্যে একদিকে যেমন ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে। অন্যদিকে একটলি বালির দাম ৩ থেকে ৪ হাজার টাকা হয়ে গেছে। ফলে ক্ষতি হচ্ছে সরকারি রাজস্বের। তারা আরও বলেন, কখনও কখনও পুলিশ অভিযান চালালে ট্রাক্টরগুলি রাস্তায় বালি ফেলে গ্রামের ভিতরে ঢুকে চম্পট দিচ্ছে। ফলে এলাকায় দুর্ঘটনার প্রবণতা বাড়ছে। জানা গেছে, বাংলার বাড়ি প্রকল্পে রাজ্য সরকার ১,২০,০০০/- আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে। যাতে বালির জন্য বরাদ্দ কমবেশি ২০০০ টাকা। বহু উপভোক্তার দাবী, ওই টাকায় ছয় চাকা দশচাকা গাড়ি করে বালি কেনা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বিষয়টি নিয়ে সরকারি সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন বাংলার বাড়ি প্রকল্পের সুবিধা প্রাপকরা।

নওশাদের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরে রক্ত দিলেন সাড়ে তিন হাজার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভাঙড়

আপনজন: ভাঙড়ের পরিচয় হোক গোলা বারুদে নয়, রক্তদানে। সেই পরিচয় তুলে ধরতে ভাঙড়ের বিধায়ক পীরজাদা নওশাদ সিদ্দিকীর উদ্যোগে ও আইএসএফের ভাঙড় বিধানসভা কমিটির পরিচালনায় গণ রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় ভাঙড়ের শোনপুর সবজি বাজারে। আইএসএফ সূত্র জানিয়েছে, এই রক্তদান শিবিরে প্রায় সাড়ে তিন হাজার জনেরও বেশি স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এই বিশাল সংখ্যক মানুষ রক্তদান করায় উচ্ছ্বসিত নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, আজ ভাঙড় প্রমাণ করল তাদের প্রকৃত পরিচয়। তিনি অভিযোগ করেন, যদিও মূলধারার গণমাধ্যমে এই খবর যাবে না। তারা গতানুগতিক লিখে যাবে ভাঙড় হল গুলি, বোমা, বন্দুকের এলাকা। কিন্তু হালফিল ভাঙড় রচনা করছে নয়া ইতিহাস। এই রক্তদান শিবিরের সঞ্চালক ছিলেন বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী নিজেই।
এদিনের রক্তদান শিবিরে হাজির থাকা বিশিষ্টজনদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলেন আইনজীবী শামিম আহমেদ, ফিরদৌস শামিম প্রমুখ। শামিম আহমেদ বলেন, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির কাজ খুন করা, রক্ত ঝরানো। আমাদের কাজ রক্তদান করা।

আমিনুরের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: ভাঙড়ের বাসিন্দা গ্রামীণ চিকিৎসক আমিনুর ইসলামের প্রথম কাব্যগ্রন্থ "মৃত মানুষের অঙ্ক" প্রকাশ পেল ভাঙড় বইমেলার মুক্তমঞ্চে গ্রন্থটির প্রচ্ছদ মোস্তাফিজ কারিগরের। উপস্থিত ছিলেন ভাঙড় ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা সংস্কৃতি ও তথ্য কর্মাধ্যক্ষ আব্দুর রহিম মোল্লা, লালমিয়া মোল্লা, দীননাথ গোল্দার, সৌমিক ইকবাল প্রমুখ।

প্রসূতিকে বাঁচাতে রিষড়া থেকে সাগরদিঘি গিয়ে রক্তদান হুমায়ুনের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: সাগরদিঘী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রসূতি মহিলা পলি মন্ডল। গত তিনদিন থেকে অপারেশনের জন্য 'এ -নেগেটিভ' রক্তের ভীষণ প্রয়োজন বলে জানান চিকৎসকেরা। বিরল গ্রুপের রক্ত খুঁজতে গিয়ে হিমশিম খান মহিলার স্বামী সুখেন মন্ডল। অবশেষে রক্তের সন্ধান না পেয়ে তিনি সাগরদিঘীর উইনার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সম্পাদক সঞ্জীব দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে রক্তের জন্য আবেদন জানান। বিরল গ্রুপের রক্ত হওয়ায় সাগরদিঘীতে খুঁজে পাওয়া যায়নি রক্তদাতা। সঞ্জীব দাস রক্তদাতা হুমায়ুন কবিরকে ফোন করেন যিনি হুগলির রিষড়া হাসপাতালে ও.পি.ডি ফার্মেসি ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন। রক্তের প্রয়োজনীয়তার কথা শুনেই তিনি তড়িঘড়ি সেখান থেকে সাগরদিঘী ছুটে আসেন রক্তদানের জন্য। সাগরদিঘী ব্লাড ব্যাংকে এসে রোগীর জন্য রক্তদান করেন। *ছবি: রহমতুল্লাহ*

কলকাতা ডার্বি হচ্ছে না যুবভারতীতে! শেষ পর্যন্ত গুয়াহাটিকে বেছে নেওয়া হল ভেন্যু হিসেবে

আপনজন ডেস্ক: অবশেষে কি তাহলে ডার্বি হচ্ছে? কিন্তু কোথায়? সম্ভবত কলকাতা ডার্বি নিয়ে জট কাটল এবার। নির্ধারিত দিন, অর্থাৎ ১১ জানুয়ারি খেলা হতে চলেছে আইএসএল-এর ফিরতি ডার্বি। তবে কলকাতায় নয়, গুয়াহাটিতে মুখোমুখি হবে দুই প্রধান। জানা গেছে, ভুবনেশ্বর, জামশেদপুর কিংবা দিল্লীতে ডার্বি আয়োজনের কথা ভাবা হয়েছিল প্রাথমিকভাবে। শেষপর্যন্ত, দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দল খেলতে নামবে গুয়াহাটিতে।
গঙ্গাসাগর মেলার জন্য ১১ জানুয়ারিতে পুলিশ দেওয়া সম্ভব নয়, এই কথা আগেই জানানো হয়েছিল। আর তারপর থেকেই ডার্বি নিয়ে জটিলতা শুরু হয়ে যায়। তবে একটা চেষ্টা করা হয়েছিল, ডার্বি যাতে কলকাতাতেই হয়। কিন্তু এফএসডিএল যেভাবে ক্রীড়াসূচি তৈরি করেছে, তাতে ১১ জানুয়ারির ম্যাচের দিন বদলে দিয়ে অন্য কোনও দিন নির্ধারণ করলে ক্রীড়াসূচিতে সমস্যা তৈরি হতে পারে।
ফলে, স্বাভাবিকভাবেই কলকাতার বাইরে অন্য কোথাও আয়োজন করতে হত এই হাইভোল্টেজ ম্যাচ। যদিও শেষমুহূর্ত পর্যন্ত, এফএসডিএল এবং মোহনবাগান চেয়েছিল যে, ডার্বি ম্যাচ কলকাতাতেই খেলা হোক।
কিন্তু শেষপর্যন্ত, সেটা হচ্ছে না। বাংলার বাইরে অন্য কোনও ভেন্যু হিসেবে প্রথমেই উঠে আসে জামশেদপুর এবং ওড়িশার নাম। কিন্তু শেষপর্যন্ত, বাতিল হয়ে যায় সেগুলি। কারণ, ওড়িশাতে পূর্ব নির্ধারিত কিছু অনুষ্ঠানের জন্য ডার্বি আয়োজন একেবারেই সম্ভব নয়। তাছাড়া দিল্লী কিংবা জামশেদপুরেও দর্শক হবেনা ধরেই বাতিল করে দেওয়া হয়। তাই শেষপর্যন্ত, গুয়াহাটিকে বেছে নেওয়া হল ডার্বির ভেন্যু হিসেবে। আগামী ১১ জানুয়ারি, সেখানেই খেলতে নামবে মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল।

রবি হাঁসদাকে রাজকীয় সংবর্ধনা বর্ধমানে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার থানার মশারু গ্রামের এক দরিদ্র আদিবাসী পরিবারের ছেলে রবি হাঁসদা। ছোটবেলা থেকেই বলের প্রতি অসীম ভালোবাসা ও একাগ্রতা তাকে পৌঁছে দিয়েছে সন্তোষ ট্রফির মঞ্চে। ছয় বছরের দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর কেরালার মতো শক্তিশালী দলকে হারিয়ে বাংলা জিতেছে ৭৮তম সন্তোষ ট্রফি। ফাইনালে রবির করা একমাত্র গোলই বাংলার জয়ের রূপকার হয়েছে।
রবির বাবা সুলতান হাঁসদা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জনমজুরি ছেড়ে টোটো চালানোর কাজ শুরু করেন। তবে গত জুন মাসে তার মৃত্যু পরিবারের জন্য বড় ধাক্কা হয়। মা তুলসী হাঁসদা দিনমজুরি করে সংসার চালালেও রবিকে কখনো মাঠে কাজ করতে দেননি, যাতে তার অনুশীলনে বাধা না আসে। রবিবার নিজের গ্রামে ফিরে রবি হাঁসদা উষ্ণ সংবর্ধনা পান। ছয় জানুয়ারি, সোমবার, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বর্ধমান টাউন হলে রবিকে সংবর্ধিত করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলা শাসক আয়েশা রানি এ, পুলিশ সুপার শায়ক দাস, রবির কোচ মুদ্রাজ সেডেন প্রমুখ।
রবির কোচ মুদ্রাজ সেডেন বলেন, “প্রচণ্ড দারিদ্র্য সত্ত্বেও রবি কখনো তার প্র্যাকটিস মিস করেনি। তার কঠোর পরিশ্রম এবং বলের প্রতি ভালোবাসাই আজ তাকে এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে।”
পুলিশ সুপার শায়ক দাস জানান, রবি হাঁসদাকে পুলিশের হেডকোয়ার্টারে চাকরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, সোমবার সন্ধ্যায় ছ মাসের লোনে রবি হাঁসদা কাস্টমস থেকে মহামেডানে সই করেন।

যুব সম্প্রদায়ের উদ্যোগে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: বর্তমানে যুব সমাজ যখন মোবাইল ও মোবাইল গেমে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে তখন তাদের কে মাঠে ফেরাতে বিশেষ উদ্যোগ নিল মীরপাড়া যুবকবৃন্দ গণ। তাদের উদ্যোগ সালার থানার তালিবপুর গ্রামে শুরু হলো MPL ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। ২৪ ডিসেম্বর থেকে এই খেলা শুরু হয়। শীতের দুপুরে খেলোয়াড়দের সাথে সাথে এলাকাবাসী ও ভিড় জমিয়েছিল খেলার মাঠে। প্রতিদিন চার দলের মধ্যে ২ টি করে ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছিল। এলাকার বাইরের অনেক খেলোয়াড় ও এই খেলাতে অংশগ্রহণ করেছিল বলে খেলা কমিটির সদস্যরা জানান। সমাজের বিভিন্ন গুণীজন ব্যক্তিরা এই খেলাতে অংশ গ্রহণ করছেন। উদ্যোগতারা জানান জানুয়ারী মাস পর্যন্ত এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চলবে। তাদের পক্ষ থেকে সকল ক্রিড়াপ্রেমী মানুষদের এই খেলা দেখার আহ্বান জানানো হয়।

১৩ মিনিট ও ১৫ বলেই শেষ জিম্বাবুয়ে, সিরিজ আফগানিস্তানের

আপনজন ডেস্ক: দেরাদুন, চট্টগ্রাম, আবুধাবির পর আজ বুলাওয়ে। এ নিয়ে চারটি টেস্ট ম্যাচ জিতল আফগানিস্তান। কিন্তু আফগানদের কাছে নিশ্চয় আজকের জয়ের মাহাত্ম্যটাই বেশি। কারণ, বুলাওয়েতে জিম্বাবুয়েকে হারানোর মধ্যে দিয়ে যে দলটি প্রথমবারের মতো কোনো টেস্ট সিরিজ জিতল। কুইন্স স্পোর্টস ক্লাব মাঠে গতকালই জয়ের প্রেক্ষাপট তৈরি করে রেখেছিল আফগানিস্তান। ২৭৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে রশিদ খানের ঘূর্ণিতে পড়ে ২০৫ রান তুলতেই ৮ উইকেট হারিয়ে চতুর্থ দিন শেষ করেছিল জিম্বাবুয়ে। এই ম্যাচ দিয়েই প্রায় চার বছর পর টেস্ট খেলতে নামা রশিদ প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেটের পর কাল দ্বিতীয় ইনিংসে নিয়েছিলেন ৬ উইকেট। আজ পঞ্চম ও শেষ দিনে জিম্বাবুয়ের বাকি ২ উইকেট তুলে নিতে আফগানদের লাগল মাত্র ১৩ মিনিট ও ১৫ বল। আর কোনো রান যোগ করতে না পারা স্বাগতিকেরা অলআউট ২০৫ রানেই। ৭২ রানের জয়ে ১-০ ব্যবধানে সিরিজ নিজেদের করে নিল হাশমতউল্লাহ শহীদির দল। বুলাওয়েতেই রানবন্যার প্রথম টেস্ট ড্র হয়েছিল। আফগানিস্তানের ঐতিহাসিক টেস্ট সিরিজ জয়ের মাঝে বাধা হয়ে ছিলেন ক্রেইগ আরভিন। বাকিদের ব্যর্থতার মাঝেও জিম্বাবুয়ে অধিনায়ক অপরাজিত ছিলেন ৫৩ রানে। তবে দিনের নবম বলেই আরভিনের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে রানআউট হন রিচার্ড এনগারাভা। পরের ওভারের তৃতীয় বলে আরভিনকে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলে আফগানিস্তানকে জয় এনে দেন রশিদ খান। ম্যাচে এটি তাঁর ১১তম উইকেট। ছয় টেস্টের ক্যারিয়ারে উইকেট মোট ৪৫টি। এ ম্যাচে ব্যাট হাতেও দারুণ অবদান রেখেছেন রশিদ, দুই ইনিংস মিলিয়ে করেছেন ৪৮ রান। ম্যাচসেরা পুরস্কারটাও উঠেছে তাঁর হাতে। আর দুই ম্যাচে ৩৯২ রান করে সিরিজসেরা হয়েছেন রহমত শাহ।

সংক্ষিপ্ত স্কোর
আফগানিস্তান: ১৫৭ ও ৩৬৩
জিম্বাবুয়ে: ২৪৩ ও ৬৮.৩ ওভারে ২০৫
(আরভিন ৫৩, কারেন ৩৮, রাজা ৩৮; রশিদ ৭/৬৬, জিয়া ২/৪৪)।
ফল: আফগানিস্তান ৭২ রানে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: রশিদ খান।
ম্যান অব দ্য সিরিজ: রহমত শাহ।
সিরিজ: ২ ম্যাচের সিরিজে আফগানিস্তান ১-০ ব্যবধানে জয়ী।

১০০ বছরের মধ্যে খেলা হলো সবচেয়ে কম বল, তাতেই এত নাটক!

আপনজন: সিরিজ তো নয়, যেন থ্রিলার কোনো সিনেমা! ৫ ম্যাচের সিরিজে ৩-১ ব্যবধানে অস্ট্রেলিয়ার জয় দেখে অনেকেই ধারণা করতে পারেন, এটি পুরোপুরি অস্ট্রেলিয়ার সিরিজ! দিন শেষে ফল যেহেতু তাদের পক্ষে গেছে, সিরিজে তাদের দাপটই বেশি ছিল।
তবে ভারতেরও কম ছিল না! ঘরের মাঠে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি পুনরুদ্ধার করতে ঘাম ঝরেছে অস্ট্রেলিয়ার। অনিশ্চয়তার রোমাঞ্চ দেখা যায় সিরিজের প্রতিটি দিনে। মজার ব্যাপার হলো, এত সব রোমাঞ্চ ক্রিকেটাররা উপহার দিয়েছেন এমন একটি সিরিজে যে ৫ ম্যাচের সিরিজে গত ১০০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম বল খেলা হয়েছে।
সিরিজের শুরু ২০২৪ সালের ২২ নভেম্বর পার্থে। ভারত সেই টেস্ট জেতে ২৯৫ রানে। সিরিজে ভারতের জয় পাওয়া একমাত্র টেস্টটিতে খেলা হয়েছে ১৭৬৫ বল। সিরিজের সবচেয়ে কম বল হয়েছে অ্যাডিলেড টেস্টে। মাত্র ১০৩১ বলেই শেষ হয় এই টেস্ট, যা ভারত-অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি

লড়াইয়েও সর্বনিম্ন। ব্রিসবেন টেস্টেও খুব বেশি বলা খেলা হয়নি। বৃষ্টিবিঘ্নিত এই টেস্টে বল মাঠে গড়িয়েছে ১২৯৭টি।
মেলবোর্ন হওয়া চতুর্থ টেস্টে খেলা হয় ২৪৩০টি, যা সিরিজে সর্বোচ্চ। আর আজ শেষ হওয়া সিরিজ নির্ধারণী টেস্টে খেলা হয়েছে ১১৯৭টি। সব মিলিয়ে ৫ ম্যাচের টেস্টে খেলা হয়েছে ৭৬৬৪ বল। ৫ ম্যাচ টেস্ট সিরিজে এর চেয়ে কম বল খেলা হয়েছে সর্বশেষ ১৯২৪ সালে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ডের মধ্যে হওয়া সিরিজে ৭৫৫৯টি বল খেলা হয়েছিল। ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে সবচেয়ে কম বল হওয়া সিরিজের তালিকায় শীর্ষে ১৯০২ সালের অ্যাশেজ। ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত সেই সিরিজে বল লেগেছিল ৬৫৪৫টি।

ইতিহাসের সংক্ষিপ্ততম ৫ ম্যাচের সিরিজ

মোট বল	সিরিজ	বছর
৬৫৪৫	অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড	১৯০২
৭৬৫৯	দক্ষিণ আফ্রিকা-ইংল্যান্ড	১৯২৪
৭৬৬৪	ভারত-অস্ট্রেলিয়া	২০২৪/২৫
৭৬৯৯	ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ	১৯৮৫/১৯৮৬
৭৭৮৫	নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড	১৯৫৮

বিধায়কের উপস্থিতে শীতবস্ত্র বিতরণ ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

মোমিন আলি লস্কর ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর থানার জয়নগর এক নম্বর ব্লকের হরিনারায়নপুর অঞ্চলের হরিনারায়নপুর গ্রামে কামাল উদ্দিন মন্ডলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও হরিনারায়নপুর গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও হাডুডু খেলা এবং শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান। রক্তদান শিবিরে সর্বমোট ১০০ জন রক্তদাতা এখানে রক্তদান করেন ওম ব্লাড ব্যাংকের সহযোগিতায় এবং হরিনারায়নপুর গ্রামবাসীদের ও কামাল উদ্দিন মন্ডলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় থ্যালাসেমিয়াম রোগীদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিধায়ক শিক্ষক বিশ্বনাথ দাস উপস্থিত হয়ে রক্তদান শিবির ও শীতবস্ত্র বিতরন নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন আমি দেখেছি ক্লাবে, কোন সংস্থার, এবং বিভিন্ন পার্টিতে এই সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক কাজ হয়ে থাকে । কিন্তু হরিনারায়নপুর গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় আজ যে সামাজিক মুলক অনুষ্টান অনুষ্ঠিত হল তাহা খুব তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্টানের ভূমিকা অর্জন করেছে।আরো ভালো হতো যদি আমার সঙ্গে আগে আলোচনা করতো এই সমস্ত ইয়ং ছেলেরা। তিনি কামাল উদ্দিন মন্ডল কে উদ্দেশ্যে বলেন শীতের সময় রক্তের চাহিদা তেমন বেশি নয়।আমি বলবো যদি পারেন গরম কালে রক্তদান শিবির করবেন তার আরো বেশি সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে।আর একটা কথা গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় কিছু টাকা একত্রে করে এতবড় অনুষ্ঠান ও তার সঙ্গে গ্রামের অসহায় দরিদ্র দুঃস্থ এতিম মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের মুখে হাসি ফোটাতে শীতবস্ত্র প্রদান কর্মসূচী পালন করেছেন তার জন্য আমি সমস্ত গ্রামবাসীদের আমার পক্ষথেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন ভালো বাসা জানাচ্ছি। সবাইকে এই রকম মহৎ কাজে সহযোগিতা হাত বাড়ানোর অনুরোধ রাখলাম।
অনুষ্টানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর কেন্দ্রর বিধায়ক শিক্ষক বিশ্বনাথ দাস, প্রতাপাদিত্য অধিকারী , মাতিন, হরিনারায়ণপুর অঞ্চলের প্রাক্তন উপপ্রধান মোস্তাকিম মোল্লা। হরিনারায়ন অঞ্চলের জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি তপন কুমার মন্ডল, সদস্য আউব আলি মোল্লা,অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন রাকিব লস্কর সেক্রেটারি রৌফ লস্কর সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গগন।

ফ্রেঞ্চ সুপার কাপের ১৩তম শিরোপা জিতল পিএসজি

আপনজন ডেস্ক: টানা তৃতীয়বারের মতো ফ্রেঞ্চ সুপার কাপের শিরোপা জিতলো প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি)। অতিরিক্ত সময়ের গোলে তারা হারিয়েছে গত মৌসুমের রানার্সআপ মোনাকোকে। ম্যাচটি ২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপের জন্য নির্মিত অস্থায়ী স্টেডিয়াম ৯৭৪-এ অনুষ্ঠিত হয়। নির্ধারিত সময়ে দুই দলই গোলের সুযোগ সৃষ্টি করলেও কেউই গোল করতে পারেনি। তবে, অতিরিক্ত সময়ের ৯২ মিনিটে একমাত্র গোলে পিএসজি জয়ের স্বাদ পায়। ফ্যাবিয়ান রুইজের অ্যাসিস্টে সহজেই গোল করেন উসমান দেম্বেলে।
এটি ছিল পিএসজির জন্য ফ্রেঞ্চ সুপার কাপের ১৩তম শিরোপা। আর শেষ ১২ বছরে তাদের এটি ১১তম শিরোপা।
গত মৌসুমের লিগ রানার্সআপ মোনাকোকে হারিয়ে এই শিরোপা জিতেছিল পিএসজি।
মোনাকো গত ২৫ বছরে আর কোনো ফ্রেঞ্চ সুপার কাপ জেতেনি। তাদের সর্বশেষ শিরোপা ছিল ২০০০ সালে, এরপর ২০১৭ ও ২০১৮ সালে রানার্সআপ হয়েছিল তারা, তবে দুই বারই পিএসজির কাছে হেরে শিরোপা হাতছাড়া হয়।

কোহলিকে মন ‘রিসেট’ করতে বললেন ডি ভিলিয়ার্স

আপনজন ডেস্ক: আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে ১১ মৌসুম একসঙ্গে খেলেছেন। বিরাট কোহলির সঙ্গে এবি ডি ভিলিয়ার্সের সম্পর্কটা তাই শুধু সতীর্থ হিসেবেই নয়, বন্ধুত্বের দিক থেকেও ঘনিষ্ঠ। ব্যাট হাতে দুঃসময় পার করতে থাকা কোহলিকে সেই ডি ভিলিয়ার্সই ‘রিসেট বাটন’ চাপার পরামর্শ দিয়েছেন। অর্থাৎ, সবকিছু নতুন করে শুরু করো।
দক্ষিণ আফ্রিকান কিংবদন্তি ডি ভিলিয়ার্স মনে করেন, কোহলির লড়াকু মনোভাব একই সঙ্গে তাঁর শক্তিমত্তা ও দুর্বলতা। তাই ডি ভিলিয়ার্সের চাওয়া, কোহলি যেন প্রতিপক্ষের খেলোয়াড় ও সমর্থকদের সঙ্গে মাঠে ঝামেলায় জড়ানো কমিয়ে দেন। আর ব্যাটিংয়ের সময় প্রতিটি বলের পর মানসিকভাবে নতুন করে স্থির হন। ডি ভিলিয়ার্স কেন কোহলিকে এমন পরামর্শ দিলেন, তা সবার জানা। ব্যাট হাতে পারফরম্যান্স যাচ্ছেতাই; কিন্তু প্রতিপক্ষের সঙ্গে লেগে যেতে কিংবা বিতর্কের জন্ম দিতে পিছপা হননি। সদ্য সমাপ্ত বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে কোহলিকে বেশির ভাগ মানুষ নিশ্চয় এভাবেই মনে রাখবেন।
এক দশক পর অস্ট্রেলিয়ার কাছে টেস্ট সিরিজ হেরেছে ভারত। ভারতীয় দলের ব্যর্থতার দায় তো কোহলির ওপরও বর্তায়। সিরিজে একটা সেঞ্চুরি থাকার পরও ৯ ইনিংসে ২৩.৭৫ গড়ে করতে পেরেছেন ১৯০ রান। সর্বশেষ ৭ ইনিংসের পারফরম্যান্স তাঁর নামের সঙ্গে একেবারেই বেমানান ১২.১৪ গড়ে মাত্র ৮৫ রান।
সবচেয়ে দৃষ্টিকটু ব্যাপার ছিল কোহলির আউট হওয়ার মুহূর্ত। সিরিজে ৮ বার তিনি আউট হয়েছেন। প্রতিবারই অস্ট্রেলিয়ান পেসারদের অফ স্টাম্পের বাইরের বলে কিপারকে অথবা স্লিপে ক্যাচ দিয়ে।
কিন্তু ফিল্ডিংয়ের সময় এমনকি মাঠের বাইরেও কোহলির আচরণ ছিল বেশ উত্তেজনাপ্রবণ। মেলবোর্ন বিমানবন্দরে নেমেই অস্ট্রেলিয়ার এক নারী সাংবাদিককে ধমক দিয়েছেন। বক্সিং ডে টেস্টে অভিষিক্ত স্যাম কনস্টাসকে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মেরেছেন।
গতকাল সিডনি টেস্ট হারের দিনে বাউন্ডারির কাছে ফিল্ডিংয়ের সময় প্যান্টের পকেট বের করে অস্ট্রেলিয়ার সমর্থকদের ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বোঝাতে চেয়েছেন তাঁর কাছে কোনো শিরিষ কাগজ নেই। অর্থাৎ ২০১৮ সালে কেপটাউন টেস্টে স্যান্ডপেপার গেট কেলেঙ্কারির বিষয়টি অস্ট্রেলিয়ানদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। ডি ভিলিয়ার্সের মনে হয়েছে, এবারের অস্ট্রেলিয়া সফরে কোহলি একটু বেশিই ঝামেলায় জড়িয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্ট করা ভিডিওতে তিনি বলেন, ‘আমার মনে হয় বিরাট (কোহলি) তার লড়াকু মনোভাব ও স্বভাবগত কারণে মাঝেমধ্যে ভুলে যায় (এমনটা করা উচিত নয়) এবং ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে। সমগ্র ভারতকে দেখাতে চায় তাদের হয়ে লড়াই করার জন্য সে আছে। তার দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও খ্যাতি এ ক্ষেত্রে কোনো বিষয় নয়। কখনো কখনো প্রতিটি বলের পরই এমনটা দেখা যায়।

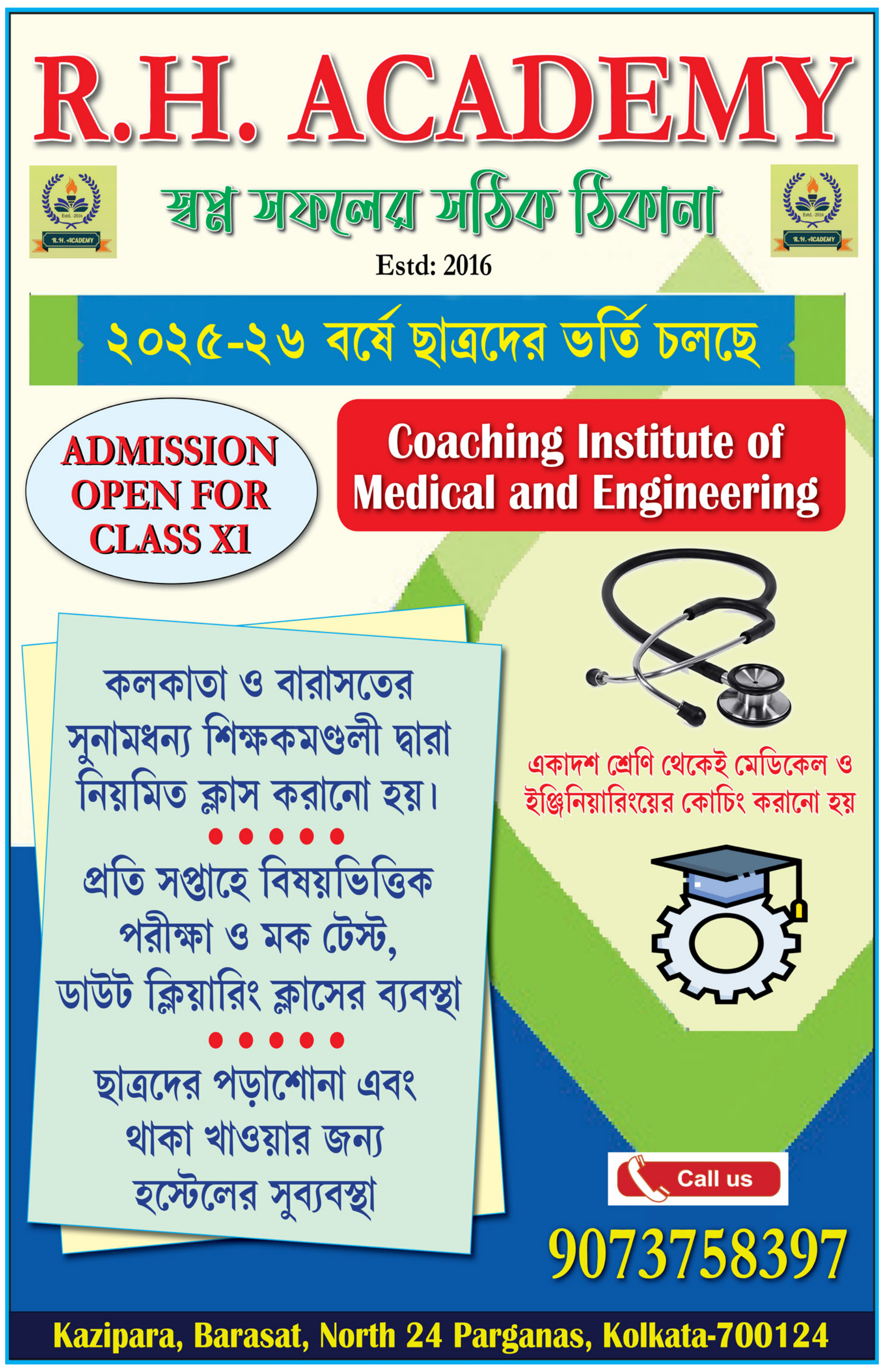

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**